অভিশাপ।

(কৌতুকপূর্ণ পৌরাণিক গীতিনাট্য)

[illegible] (আকর) গ্রন্থ

শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

(ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত)

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশিত।

১৩০৮ সাল, ১২ই আশ্বিন
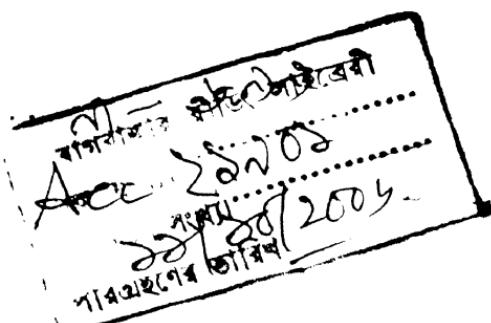
একমাত্র বিক্রেতা

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ।০ চারি আনা।

ঘ ২২

অভিশাপ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বন-পথ।

দুষ্টা-সরস্বতী ও সহচরীগণ।

গীত।

আমরা সই ভুবনমোহিনী।
যার গর্ব্ব মনে তারি সনে রঙ্গে রঙ্গিনী॥
অভিমানে বেঁধে মধুর তান,
করিঘরে ঘরে গান,
অবশ রসে নরনারী মানে মাতায় প্রাণ;
ধরম করম দিয়ে বিসর্জ্জন,
মত্তভরে ভ্রমের পথে ভ্রমে অনুক্ষণ,
হিতাহিত থাকে কি আর আমরা হ'লে সঙ্গিনী॥

নারদ ও পর্ব্বত মুনির প্রবেশ।

তুষ্টা। কোথায় চলেছ—কোথায় চলেছ ?

নার। কেরে বেটী, তুই হেথা কেন ?

পর্ব্ব। কালামুখী, এখানে পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছ ?

তুষ্টা। ইস্, তোদের যে বড় অহঙ্কার!—এখনি অহঙ্কার ছারখার যাবে।

নার। কি বল্লি বেটী, আমায় চিনিস নি ?

পর্ব্ব। সরে যা—সরে যা—নইলে টেরটা পাবি।

তুষ্টা। এই যে সরি,—তোমাদের ঋষিগিরি বার করি এই !

নার। তুই কি কর্ব্বি ?—তোর কি ধার ধারি ?

পর্ব্ব। খপরদার—খপরদার, সরে যা,—নইলে জ্ঞান-অগ্নিতে এখনি ভস্ম হবি। আমাদের উপর তোর অধিকার কি ?

তুষ্টা। অধিকার কি দেখ্‌তে পাবি, বানর সাজিয়ে দড়ি ধ'রে নাচাব ?

নার। যা, যা—তোরে যে না চেনে, তার কাছে স্পর্দ্ধা করিস্। ব্রহ্মার ধ্যানে মা সরস্বতীর জন্ম, ব্রহ্মার কামে তোর সৃষ্টি ; যারা কামুক, কুচরিত্র—তাদের প্রতি তোর অধিকার ; আমরা নির্ম্মলচরিত্র ঋষি, তোর তোয়াক্কা রাখিনে।

পর্ব্ব। যা—যা সরে যা,—ঋষির কার্য্যে ব্যাঘাত করি[স] নি। আমরা গন্ধর্ব্বলোকে—গীত শিক্ষা কর্‌তে যাচ্চি,—অলক্ষণা, তুই এসে কেন পথে দাঁড়ালি ?

তুষ্টা। গন্ধর্ব্বলোকে কি গান শিখ্‌বি,—আমার পূজা করে আমার কাছে শিখ্‌বি আয়।

নার। আরে বেটী কর্কশকণ্ঠা,—আমরা কি গান শিক্ষা কর্‌তে যাচ্ছি, গান শেখাতে যাচ্ছি।

তুষ্টা। যাও—যাও—সে এমন জায়গা নয়, গন্ধর্ব্বকুমারীরা ভেড়া করে রাখ্‌বে।

নার। কি, আমরা কামজিৎ পুরুষ,—আমাদের ভেড়া করে রাখ্‌বে!

তুষ্টা। আচ্ছা দেখ্‌বি, আমার কথা তখন বুঝ্‌বি?

পর্ব্ব। চলহে ঋষি,—ও কুৎসিতার সঙ্গে প্রভাতে আর বাক্‌বিতণ্ডা করা ভাল নয়। ওর দর্শনে প্রায়শ্চিত্ত বিধি। আমি শিবলোকে মহাদেবকে দর্শন করে গন্ধর্ব্বলোকে যাব।

নার। আমিও ভাব্‌চি, ব্রহ্মলোকে পিতার আদেশ নিয়ে যাব। কামের প্রভাবে স্বয়ং মহাদেবও উচাটন হয়েছিলেন! তুষ্ট-সরস্বতীর মুখ দেখা বড় অলক্ষণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

তুষ্টা। যখন অহঙ্কার করেছ, তখন আমার অধিকারে এসেছ। আর তোমাদের ঋষিত্ব নাই। আরে মূর্খ, আমায় জানিসনে—বিদ্যাশক্তি. অবিদ্যাশক্তি আমি, তোদের অযোধ্যায় নিয়ে বানর নাচাব। কামজিৎ হয়েছ,—এত অহঙ্কার? আরে অবোধ, ব্রহ্মার মতি-ভ্রম হয়েছিল,—তোরা তো সামান্য ঋষিমাত্র।

গীত।

আমি মজিয়েছি সংসার।
তোদের মত কত শত গেছে ছারে খার॥
ভুলে আমার ছলে, ছেলে ফেলে জননী পলায়,
সহোদরে দ্বন্দ্ব করে, গরল দেয় পিতায়;
কুহুকিনী কুবচনে মজিয়েছি ঋষি,
যোগ ছেড়ে হয়েছে কুকুরী প্রয়াসী,
মোহিনীতে ব্রহ্মা মাতে অভিলাষী দুহিতার॥

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রমোদকানন।

শ্রীমতী, বল্লরী, সুষমা প্রভৃতি সখিগণ।

সখিগণ। গীত।

হের বসন্তে, নেহার গগনে, হাসে উষা বিনোদিনী।
বিমল প্রভা, মাখিয়ে বিভা, আমোদিনী মেদিনী।
ধীর সমীর খেলে সর-নীরে,
মৃদুল হিল্লোল দোলে ধীরে ধীরে,
অমল ভাতি, ধ'রে হৃদি পাতি, নলিনী আমোদিনী॥

মুকুতা ঝারে শিশির বারি,
দুলে দুলে খেলে পল্লব সারি,
ফুলকুল তর তর তরে,
মধুর হাসি বিমল অধরে,
হেরিয়ে বিহগে, গায় অনুরাগে, বিহগী প্রমোদিনী ॥

নারদের প্রবেশ।

নারদ। মরি—মরি,—কি চমৎকার সুন্দরী! আহা সুন্দরীর হার রে! আর এটী কে? যেন মণিমালার মধ্যে কৌস্তভ মণি! ব্রহ্মলোক, শিবলোক, জনলোক, তপলোক ভ্রমণ কর্‌লেম,—এমন সুন্দরী তো কোথাও কখনও দেখ্‌লেম না! একি অবিবাহিতা?—যদি অবিবাহিতা হয়,—এরে লয়ে গৃহী হই! কেন, গৃহী হ'লে কি আর তপ-জপ হয় না?

বল্লরী। ওমা কে গো!—এ অ'টে বুড়ীর মত কে গো? আয় শ্রীমতী, এখান থেকে আমরা চলে যাই আয়!

শ্রীমতী। না, না,—বোধ হয় ইনি কোন ঋষি হবেন। তুই তো পিতার আজ্ঞা জানিস,—ঋষি এলে অভ্যর্থনা কর্‌তে তিনি আজ্ঞা দিয়েছেন। আমরা এ ঋষির সমাদর না কর্‌লে পিতা রাগ কর্বেন।

সুষমা। ওলো, ওর কোন পুরুষে ঋষি নয়! দেখ না, তোরে যেন হাঁ করে গিল্‌ছে!

শ্রীমতী। প্রভু, প্রণাম হই! আপ্‌নি কে?

নারদ। হাঃ হাঃ!—আমি কে?—আমি দেবর্ষি নারদ। জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেম, তোমার কি বিবাহ হয়েছে?

শ্রীমতী। না প্রভু, আজও আমার বিবাহ হয় নি!

নারদ। তা বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে! আমি কে শুন্‌লে, দেবর্ষি নারদ। আমার বড় সুন্দর কান্তি,—দেখ তপস্যা করে ছাই মেখে বেড়াই, তাইতে এমন দেখ্‌ছো। যদি জটা কাটি. বিভূতির পরিবর্ত্তে অঙ্গে চন্দন লেপন করি, যদি শ্মশ্রু মুণ্ডন করি, আর গৈরিক বসনের পরিবর্ত্তে পট্টবাস পরিধান করি,—আমার কান্তিতে এই উপবন আলো হয়ে যায়!

বন্ন। আপনি এম্‌নি সুন্দর পুরুষ! আহা ঠাকুর, যদি জটা গুলি কেটে, দাড়ীটী মুড়িয়ে একবার দর্শন দেন, তা হ'লে নয়ন মন পরিতৃপ্ত করি।

নারদ। সখি—সখি,—তুমি অতি সুমিষ্টভাষিণী! আমারও মানস তাই—আমারও মানস তাই! তোমার সখীকে বল,—আমায় বরমাল্য প্রদান করুন,—আমিও তুলসীর কণ্ঠী তাঁর গলায় দিচ্চি।

শ্রীমতী। প্রভু, আপনি যখন আমার পাণিগ্রহণ কর্‌তে চাচ্চেন, আমার সৌভাগ্যই বটে।

নারদ। তবে আর কি—তবে আর কি,—এস না মালা বদল করে, গান্ধর্ব্ব বিবাহ করে ফেলি।

শ্রীমতী। কিন্তু প্রভু, আমি আমার পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে কেমন করে আপ্‌নাকে বরণ কর্ব্বো?

নারদ। তোমার পিতা কে?

সুষমা। ইনি অম্বরীষ রাজার কন্যা।

নারদ। বটে বটে! তোমার পিতা এখনি সম্মত হবেন,—

আমি রাজ-সভায় চল্লেম। তোমার তো পছন্দ হয়েছে?

বল্ল। বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না,—চুপ করে রয়েছে।

নারদ। দেখ সুন্দরী, রূপের কথাতো এই বল্লেম, তার পর গান-শক্তি আবার বড় চমৎকার! দেবলোকে যখন বীণা-ঝঙ্কার করে যাই,—উর্ব্বশী, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি সকলে মুগ্ধা!—তোমার কাছে বলি, সকলে প্রেমাকাঙ্ক্ষা করে। তবে কি জান, আমি মনে করি,—আমি যেরূপ সুন্দর পুরুষ, সেইরূপ সুন্দরী ভিন্ন মালা গ্রহণ কর্ব্বো না।

বল্ল। তবে কি আমার সখীকে পছন্দ হবে?

নারদ। খুব হবে, খুব হয়েছে। তোমার দিব্য, পছন্দ হয়েছে! আমি মিথ্যা কথার মানুষ নই,—একটী গান, গাব, শুন্‌বে? এই বীণার ঝঙ্কার তুলি!

বল্ল। নৃত্য-গীত তো হবেই; আপ্‌নি এখন ক্লান্ত হয়েছেন, অতিথি-সৎকার গ্রহণ করুন।

নারদ। আচ্ছা আমি এলুম বলে' রাজার সম্মতি লয়ে ফিরে আসছি। তোমরা একটু থেকো, যেওনা,—আমার মাথার দিব্য যেওনা,—আমি এলুম ব লে।

(প্রস্থানোদ্যত।)

আর দেখ সুন্দরী, যখন ঢেঁকী চ'ড়ে নৃত্য ক'রব,—

সুষমা। আপ্‌নি ঢেঁকী চড়েন?

নারদ। ছি! ছি!—ঢেঁকীর কথাটা. বলা বড় ভাল হয়

নাই। সে এ ঢেঁকী নয়—এ ঢেঁকী নয়! দেবরাজ তার পরিবর্ত্তে ঐরাবত দিতে চেয়েছিল'—গ্রহণ করি নি। কার্ত্তিক ময়ূর দিতে চায়,—তাও গ্রহণ করি নাই। (স্বগত) প্রেমের স্থলে দুটো একটা মিথ্যা কথা চলে,—তাতে দোষ নাই—দোষ নাই!—শাস্ত্রে আছে।

বল্লরী। তবে আস্‌বার সময় ঠাকুর, সেই ঢেঁকীটী চড়ে আস্‌বেন,—আমরা দেখে নয়ন সার্থক কর্ব্বো।

নারদ। তা আমি অম্‌নিই নৃত্য কচ্চি—অম্‌নিই নৃত্য কচ্চি, করতালি দিয়ে তোমরা গাও।

সুষমা। ঠাকুর, আপনি রাজসভা হতে আসুন। তার পর আমোদ হবে।

নারদ। সেই ভাল—সেই ভাল।

বল্লরী। শীগ্‌গির আস্‌বেন, আমার সখী বড় অধীরা হবেন।

নারদ। এই চকিতের ন্যায় গেলেম কি এলেম।

বল্লরী। আসবার সময় সেই ঢেঁকীটে নিয়ে আস্‌বেন, ভুল্‌বেন না।

নারদ! দেখ্‌বো—দেখ্‌বো,—সে আশ্রমে আছে, সে আশ্রমে আছে,—আমি এলুম ব'লে।

[প্রস্থান।

শ্রীমতী। সখি, তোরা পরিহাস কচ্চিস্ কি? না জানি কি বিভ্রাট ঘটে! পিতা পরম বৈষ্ণব,—পিতা যদি সম্মত হন, আমায় তাহ'লে বরণ কর্‌তে হবে।

বল্লরী। তুইও যেমন, রাজা তো আর খেপে নি, যে এই— পাগ্‌লাটার হাতে তোরে ধরে দেবে, শুনেছিলেম, নারদ বড় ঋষি, তা তোমায় দেখে ঋষিগিরি বেরিয়ে গেল; মিথ্যে কথা ব'লে গেল যে—এ ঢেঁকী নয়। ঐ দেখ,—বুঝি মুখপোড়া ফির্‌লো।

সখিগণের গীত।

ঐ আস্‌ছে ক'টে আড় নয়ন ঠেরে।
ওলো আয় সরে, অবলা কুলের বালা, শেষে পড়বো কি ফেরে॥
ঈষৎ হাসি গোঁপ দাড়িতে ঢাকা বদনে,
যেন চিতে বাঘ মার্‌চে উঁকি ব'সে শোণ বনে;
শালের দুই খুঁটী, বসান ঢাকাই জালাটী,
আস্‌চে চ'লে, হেলে দুলে প্রেম ক'রে দেবে সেরে॥

পর্ব্বত মুনির প্রবেশ।

সুষমা। ওলো না, এ যে আর এক মড়া লো! আজ্‌কে— তুই মুনি-ঋষিধরা মোহিনী মন্ত্র করেছিস্ না কি? ও মা, এ মুখপোড়াও যে তোরে খেতে আস্‌চে?

পর্ব্বত। ওঃ পরমা লাবণ্যবতী! আমার সহিত যদি মিলন হয়, হর-গৌরী মিলন হবে। শাস্ত্রে তো সংসার-আশ্রমের বিধি আছে। যোগীশ্বর দেবদেব মহাদেবও পার্ব্বতীকে ল'য়ে সংসারী হ'য়েছেন। দোষ কি?—ওঃ পরমা লাবণ্যবতী!

শ্রীমতী। প্রভু, আশীর্ব্বাদ করুন। আপনি কে?

পর্ব্বত। হোঃ হোঃ আমি কে? আপ্‌নার মুখে পরিচয় দেওয়াটা ভাল হয় না। আগড়ব্যোম, ডমুরবাগীশ যদি থাক্‌তো, শতমুখে ব্যাখ্যা কর্ত্তো। সে সব ঠিক আছে, তোমায় অবিবাহিতা দেখ্‌ছি, আমায় বর-মাল্য প্রদান কর।

সুষমা। ঋষিরাজ, ইনি অম্বরীষ রাজার কন্যা। পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে তো আপনাকে বরমাল্য প্রদান কর্ত্তে পারেন না।

পর্ব্বত। সে তুচ্ছ কথা, তাঁর সম্মতি এখনই ল'য়ে আস্‌চি, সে জন্য চিন্তিত হয়ো না। আমি যোগবলে কামদেব অপেক্ষা সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ কর্ত্তে পারি, আর গানশক্তি আমার অদ্বিতীয়, একটা প্রেমের গান গাই শোন।

বল্লরী। না—না, আপনি রাজার সম্মতি ল'য়ে আসুন,—

পর্ব্বত। না—না, আমি তোমার সখীকে গানের দ্বারা মুগ্ধা করে, তবে রাজার অনুমতি ল'তে যাব। কবিতার ছটায়, সুরের ঘটায়, এখনি বিমুগ্ধ কচ্চি।

বল্লরী। ঠাকুর, আমরা তবে সরে যাই, আমরা যদি বিমুগ্ধ হ'য়ে পড়ি।

পর্ব্বত। তার আর চিন্তা কি—তার আর চিন্তা কি! আমাদের উভয়ের হর-গৌরী মিলন হ'বে। পার্ব্বতীর সহচরীর ন্যায় তোমরাও সেখানে বিরাজ কর্ব্বে। কি কর্ব্বো জান?—কৈলাস পর্ব্বতের মতন একটী সুন্দর পর্ব্বতে আশ্রম করবো, আর দিবারাত্র নানা রঙ্গে

কালযাপন কর্ব্বো। বুঝ্‌লে কি না—তবে গানটা শ্রবণ কর!

গীত।

প্রেমের বাগানে আমি সদাই দি' সাঁতার।
এক ডুবে হই এপার আর ওপার॥
হয়ে প্রেমেরই ভ্রমর,
পদ্মে বসি দিবানিশি মধুতে বিভোর;
প্রেম-পাহাড়ে প্রেমেরি গহ্বর—
বসি প্রেমের ধ্যানে, প্রেমে হানি প্রেমের আড় নজর,
প্রেম প্রেম প্রেম প্রেমাপ্রেমু, বয়ে বেড়াই প্রেমের ভার,—
এত কে ধারে প্রেমের ধার,
আমার মত প্রেম আছে আর কার?

(স্বগতঃ) গানটা বড় বেরস হ'ল। আজ প্রাতে দুষ্টা সরস্বতীর মুখ দেখে সরস্বতী জড়ীভূত হয়েছেন। কবিতাটা কেমন বেখাপ্পা হ'য়ে গেল।

সুষমা। ঋষিরাজ, বড় মুগ্ধ হয়েছি।

পর্ব্বত। চিন্তা করো না,—চিন্তা করো না—আমি এলুম বলে। রাজকন্যা,—কোথাও যেও না,—আমি আসচি।

[প্রস্থান।

বল্লরী। ওলো আয়লো আয়। এখান থেকে নাগর না নিয়ে উনি নড়্‌বেন না, তা কোন্‌টীকে নেবে? দুটো বর তো উপস্থিত।

সুষমা। সখি, তুই .ব্‌ছিস কেন? দু'মড়ায় গণ্ডগোল কর্ব্বে এখন। রাজা তো আর দুজনকে দেবে না,—ওরা আপনা আপনি গণ্ডগোল কর্ব্বে এখন।

শ্রীমতী। সখি, আমার বুক কাঁপচে, আমার মন স্থির হচ্চে না। কি জানি অদৃষ্টে কি আছে, মহারাজের পাছে কোন অনিষ্ট হয়! ঋষিদের ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয়, শুনিছি।

বল্লরী। নে—নে, ওরা কেমন ঋষি, তা আমি এক আঁচড়ে টের পেয়েছি। ওদের নিয়ে আমি বাঁদর নাচাতে পারি। এখন আয়।

শ্রীমতী। আচ্ছা তোরা যা, রাজসভায় কি হচ্চে,—সংবাদটা নিয়ে আয়, আমি এইখানে একটু বসি। আমার ইষ্টপূজা হয়নি,—ইষ্টপূজা করি।

বল্লরী। ওলো আয় লো আয়,—নাগরপূজা হবে লো, নাগর পূজা হবে। তবে তুই থাক,—আমরা চল্লেম।

সুষমা। ওকে রেখে কোথায় যাবি?

বল্লরী। আয়লো—ইদিক ওদিক থাকি,—আমাদের না দেখ্‌লেই সুড় সুড় করে চলে যাবে এখন।

সুষমা। সত্যি ভাই,—আমারও ভয় হচ্চে। দু' মড়ায় কি বিভ্রাট বাধাবে! কি জানি মহারাজ যদি ওদের এক জনকে শ্রীমতীকে দান করে—

বল্লরী। হ্যাঁলা—এ কি হয়! নারায়ণের মালা বানরে পর্‌বে?

সুষমা। দ্যাখ—দ্যাখ—অন্য মনে কি ভাব্‌চে দ্যাখ। ও ভাই, ক'দিন কেমন কেমন হয়েছে।

বল্লরী। দূর ছুঁড়ী, ওর রঙ্গ তো জানি-...না। ঐ এক খেং হয়েছে। উনি স্বপ্নে মন্ত্র পেয়েছেন, স্বপ্নে গা.. শুনেছেন।

সুষমা। গানটী কিন্তু ভাই দিব্বি, যখন আমরা গাই, আমার মনে কি হয়!

বল্লরী। তোমার কি মন কম, তুমি কি কম ধনী! তবে আমরা চল্লুম।

[সকলের প্রস্থান।

শ্রীমতী। (ধ্যানস্থ হইয়া) প্রভু, তুমি আমায় দেখা দাও, তোমার মধুর স্বর শুনেছি, অঙ্গের সৌরভ পেয়েছি, তোমার রূপের জ্যোতি দেখেছি, কিন্তু তোমায় কখনো দেখিনি। তুমি কে, আমায় একবার দেখা দাও, আমার হৃদয় মাঝে কে বিরাজ ক'চ্চ. একবার দেখে চক্ষু সার্থক করি।

গীত।

কিবা সুন্দর হৃদিপর বিহরে।
মন সতত বিমন কেন শিহরে ॥
কিবা মাধুরী, মন করেছে চুরি,
কেন মন করে হেন চাতুরি,
ধরি ধরি হারি, ধরিতে নারি,—
উদাসিনী দিবা রজনী,
উন্মাদিনী না জানি কার তরে ॥

প্রভু, আমি তোমায় মনে মনে বরণ ক'রেছি। তোমা ভিন্ন অপরের হস্তে যদি পিতা অর্পণ করেন, আমি

তোমায় স্মরণ ক'রে সরযূতে প্রাণত্যাগ কর্ব্বো। প্রভু, অনাথিনীকে চরণে স্থান দিও, ভুলো না। যাই, দেখি ঋষিদ্বয় পিতার নিকটে গিয়ে কি বিভ্রাট ঘটালে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্ত্রণা-গৃহ।

নারদ ও মন্ত্রী।

নারদ। মন্ত্রী, যাও—যাও,—মহারাজকে শীঘ্র খপর দাও, বলো দেবর্ষি নারদ, মহারাজকে পবিত্র কর্‌বার জন্য অযোধ্যায় পদার্পণ করেছেন। যাও—যাও—শীঘ্র যাও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

পর্ব্বত মুনির প্রবেশ।

পর্ব্ব। কে ও ঋষিরাজ যে হেথায়? তুমি যে আমায় বল্লে,—ব্রহ্মলোকে যাবে?

নার। ভাব্‌লেম, অযোধ্যার নিকট এসেছি, অম্বরীষ রাজা

বিষ্ণুভক্ত, একবার দর্শন দিয়ে যাই ;—তোমার শিব-লোকে না গিয়ে যে এদিকে পদার্পণ ?

পর্ব্ব। আমিও ঐরূপ মনে কর্‌লেম—আমিও ঐরূপ মনে কর্‌লেম।—ভাব্‌লেম রাজা কি মনে কর্ব্বেন,—যদি সংবাদ পান—আমি এ দিক দিয়ে গেলুম,—আশী-র্ব্বাদ করে গেলুম না।—যদি সংবাদ পান,—আবার ক্ষুণ্ণ হবেন।

নার। রাজদর্শনে এখন বিলম্ব হবে। (স্বগত) ঝকমারি ক'রে কেন রাজাকে ডাক্‌তে পাঠালুম। (প্রকাশ্যে) আপ্‌নি ক্ষণেক বিশ্রাম ক'রে আস্‌বেন। আসুন, আপনার বাসাটাসা সব ঠিক করে দিচ্চি। ভাণ্ডারীর নিকট আমি পরিচিত,—ভাণ্ডারীকে বল্লেই হবে।

পর্ব্ব। নারদ, তোমাকে বিশেষ ক্লান্ত দেখাচ্চে। তুমিই ক্ষণেক বিশ্রাম করগে! আমি এখন সাত দিন ভ্রমণ কর্ব্বো, তবু ক্লান্ত হবো না।

নার। সে কি হয়, তোমার বৃদ্ধ বয়স, এখন আরামের প্রয়োজন।

পর্ব্ব। কি বল্লে—তুমি কি আপনাকে যুবা পুরুষ মনে কর না কি ?

নার। আমি যুবা পুরুষ বৈ কি। এস—এস, বৃদ্ধ মানুষ,—মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

পর্ব্ব। তোর মুখ শুখিয়েছে, তোর চক্ষু কোটরে গিয়েছে, নীলবানরের ন্যায় তোর মুখশ্রী হয়েছে!—অন্ততঃ তোর অপেক্ষা আমি বিশ বছরের ছোট।

নার । এই সর্ব্বনাশ হয়েছে!—দুষ্টা-সরস্বতী তোমায় পেয়েছে ।

পর্ব্ব । তোর স্কন্ধে চেপেছে,—নচেৎ আমায় বলিস্ তুই বুড়ো! তোর চক্ষুর দৃষ্টি খাটো হয়েছে, তোর কথার বাঁধুনী নাই, তোর ভীমরতি হবার উদ্যোগ হয়েছে ।

নারদ । দুষ্টা-সরস্বতী দেখার ফল, তোমাতেই তো ফলে গেছে, এই যে আবল তাবল বক্‌চো,—এই যে স্মৃতি-বিভ্রম ঘটেচে,—তোমার অঙ্গের মাংস লোলিত হয়েছে, তুমি খুব বুড়ো হয়েছ, তোমার মর্‌বার বয়স হয়েছে ।

পর্ব্ব । তোরে দানোয় পেয়েছে, তুই থুব্‌ড়ো হয়ে'ছিস্ ।

নার । আহা আহা,—দুষ্টা-সরস্বতী সর্ব্বনাশ কর্‌লে, এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সর্ব্বনাশ কর্‌লে ।

পর্ব্ব । তোর চৌদ্দপুরুষ বৃদ্ধ রে আবাগের ব্যাটা!

নার । তুমি আমার পিতামহের প্রপিতামহ ।

অম্বরীষ রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ ।

অম্ব । কি সৌভাগ্য—কি সৌভাগ্য!—ঋষিরাজদ্বয়ের দর্শন পেলেম ।

পর্ব্ব । আর মহারাজ, এই নারদটার সর্ব্বনাশ হয়েছে । দুষ্টা-সরস্বতী ওর মাথা খেয়েছে ।

নার । মহারাজ, পর্ব্বতের একেবারে মতি ভ্রম হয়েছে । অ.জ প্রাতে উভয়ে আস্‌তে আস্‌তে পথে দুষ্টা-সরস্বতীর সহিত সাক্ষাৎ । পর্ব্বত মুনিটা বুড়ো হয়েছে. রেগে কতকগুলো কটু-কাটব্য বল্লো ।

পর্ব্ব। বুড়ো হয়েছে তোর ঠাকুর দা'—বুড়ো হয়েছে তোর ব্রহ্মা বাবা! শোন রাজা, ঐ নারদটা কলহপ্রিয়, দুষ্টা-সরস্বতীর সঙ্গে কলহ কর্‌লে. তার ফল হাতে হাতে ফলেছে। দুষ্টা-সরস্বতী যা বল্লে, তাই কর্‌লে গা! দুষ্টা-সরস্বতী দম্ভ করে বলে গেল,—"আজই আমার প্রভাব টের পাবি।" আমার তপোবল আছে, আমার কি কর্ব্বে!—দুষ্টা-সরস্বতীর কোপ এই নারদটার হাড়ে হাড়ে ফলেছে। ও বুড়ো হয়েছে, ওর অঙ্গ লোলিত হয়েছে, নাক বসে গিয়েছে, চোখ কোটরে প্রবেশ করেছে,—যেন লাঙ্গুলহীন নীলবানরটী হয়েছেন।

নার। মহারাজ, দেখ্‌ছেন—দেখ্‌ছেন—দুষ্টা-সরস্বতীর প্রভাব দেখ্‌ছেন! ধেড়ে বানরের মত হয়েছে,—মুখ পুড়ে গিয়েছে, স্মৃতি ভ্রম হয়েছে,—আমি এমন যুবা, তা দেখ্‌তে পাচ্চে না। ওর দশা কি হবে! দুষ্টা-সরস্বতী না ছাড়্‌লে, কি ভাগাড়ে গিয়ে মর্‌বে?

পর্ব্বত। তবে আয়, কে কারে ভাগাড়ে পাঠায় দেখি।

নারদ। আমি বৃদ্ধ বলে ক্ষমা কর্‌লেম—বৃদ্ধ বলে ক্ষমা কর্‌লেম্! মহারাজ, ওকে বিষ্ণুতেল মাথায় দিয়ে স্নান করিয়ে দিতে বলুন গে। একটু প্রকৃতিস্থ হোক। নইলে বুড়ো পড়্‌বে আর মর্‌বে।

পর্ব্বত। আর দানা পেয়ে তোর ঘাড় ভাঙ্‌বে!

নারদ। ঐ দেখুন মহারাজ, বল্‌ছে দানোয় পেয়েছে—

দানোয় পেয়েছে।—তুষ্টা-সরস্বতীর প্রভাব!—তুষ্টা-সরস্বতীর প্রভাব!

অশ্ব। কি হয়েছে বলুন,—কলহের কারণ কি, আমায় আজ্ঞা করুন।

পর্ব্ব। মহারাজ, আমাদের মধ্যে কে বৃদ্ধ বলুন?

অশ্ব। তপঃ প্রভাবে, আপনারা উভয়েই চিরযৌবন।

নার। মহারাজ, আমি তো যুবা পুরুষ বটে?

পর্ব্ব। যুবা বল্লেন আমায়,—তোর মন রেখে বলেছেন।

নার। আরে ছ্যাঃ—বু'দ্ধর মাথা একেবারে তুষ্টা-সরস্বতী খেয়েছে। ও বাতুলের সঙ্গে আর কলহে কাজ নাই। মহারাজ শুনুন,—আমি দার পরিগ্রহ কর্ব্বো, মনে করেছি।

পর্ব্ব। মহারাজ, শুনুন আমি দার পরিগ্রহ কর্ব্বো,—মনে করেছি।

নার। আপনার কন্যা পরমাসুন্দরী।

পর্ব্ব। আপনার কন্যার অতি নির্ম্মল লাবণ্য!

নার। আমি তার পাণিগ্রহণ কর্ব্বো, বাসনা করেছি।

পর্ব্ব। চোপরাও দাসী-পুত্র! আমি বরমাল্য গ্রহণ কর্ব্বো কামনা করেছি।

নার। তুষ্টা-সরস্বতীর কোপ আর কারে বলে!

পর্ব্ব। উঁহুঁ—রাজার বুদ্ধি আছে,—তোর মত বোকা নয়,—তোর মত চোখে ছানি পড়ে নাই।

অশ্ব। প্রভু, আমার একটী কন্যা মাত্র।

উভয়ে। তাকেই তো চাই,—তাকেই তো চাই!

অম্ব। প্রভু, আপনারা রুষ্ট হবেন না। কাল প্রাতে আপনারা উভয়েই উপস্থিত হবেন,—আমার কন্যা যার গলে বরমাল্য দেবে, সেই আমার জামাতা—তারেই আমি কন্যা অর্পণ কর্ব্বো,—এই আমার প্রতিজ্ঞা!

উভয়ে। সে বেশ কথা —সে বেশ কথা!

পর্ব্ব। তবেই তোমার অদৃষ্টে—বুঝ্‌লে ভায়া,—দীর্ঘ কদলী!

নার। তোমার পোড়া বদনে, পোড়া কাষ্ঠখণ্ড বুঝ্‌লে ভায়া!

পর্ব্ব। বোঝা যাবে—বোঝা যাবে! (স্বগতঃ) গানে মুগ্ধ করে এসেছি। তুষ্টা সরস্বতী মন্দ নয়,—কন্যারত্ন লাভ হবে।

নারদ। (স্বগতঃ) আমি নিশ্চয় মন হরণ করেছি,—কথা শুনে নীরব হয়ে রইলো। তুষ্টা-সরস্বতী দর্শন অতি শুভ, রমণীর শিরোমণি আমার গৃহিণী হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

অম্ব। মন্ত্রী, সর্ব্বনাশ উপস্থিত,— শেষে কি ঋষির রোষে পড়্‌বো। যখন কন্যা জন্মে, আমি সূতিকাগারে দেখ্‌তে গিয়ে মনে মনে নারায়ণকে অর্পণ করেছিলেম। আমার কন্যা চিরজীবন নারায়ণ সেবায় রতা থাকবে এই আমার বাসনা।

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনার কন্যাকে যাঁর হস্তে অর্পণ করেছেন, তিনিই রক্ষা কর্ব্বেন। নারায়ণের হস্তে অর্পণ করেছেন, নারায়ণই রক্ষা কর্ব্বেন, আপনি চিন্তিত হবেন না।

বিষ্ণুকিঙ্করীগণের প্রবেশ ও গীত।

মনোমত মোহন মাধুরী কিঙ্করী।
মাধুরী অঙ্গিনী, মাধুরী সঙ্গিনী,
পরম মাধুরী হেরি মাধুরী হৃদে ধরি॥
মাধুরী সৌরভ, মাধুরী গৌরব.
মাধুরী বৈভব, মাধুরী উৎসব,
যুগল মাধুরী ধারে মাধুরী অর্ণব,
মাধুরী লহরী—
মাধুরী কিরণে, মাধুরী ভুবনে,
মাধুরী সহচরী মাধুরী বিতরি॥

অম্ব। তোমরা কারা?

বিষ্ণু-কি। আমরা বেশকারিণী। আমরা পৃথিবী ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি। যদি পরমাসুন্দরী কন্যা দেখি, তার বেশভূষা করে দেব। মদনমোহিনী রতিকে দেখিছি, কিন্তু তাঁকেও আমাদের চ'খে ধরে নি। মহারাজের কন্যাকে দেখেছি, তাই তাঁরে সাজাতে এসেছি।— এমুনি সুন্দর সাজাব, যে নারায়ণের মন মুগ্ধ হবে। তিনি স্বয়ং এসে রাজকুমারীকে আপনার নিকট প্রার্থনা কর্ব্বেন।

অম্ব। তোমরা কি বল্‌ছো!

বিষ্ণু-কি। আমাদের কথায় বিশ্বাস কচ্চেন না? আপনার অন্তঃপুরেই তো থাক্‌বো, যদি কথা মিথ্যা হয়, তা'হলে যে দণ্ড হয়—দেবেন।

অম্ব। মধুরভাষিনী, তোমার কথায় আমার মন আশ্বস্ত

হচ্চে।—তোমরা যে হও—আমার অন্তঃপুরে এসো। আমার মনে হচ্চে, আমায় বিপদসাগর হ'তে উদ্ধার কর্ব্বার জন্য নারায়ণ তোমাদিগকে পাঠিয়েছেন।

বিষ্ণুকিঙ্করীগণের গীত।

পেলে মনের মতন নাগরী, তারে মনের মতন বেশ করি।
মদনে মোহন করি বিনিয়ে চিকণ কবরী॥
বেশকারিণী আমোদিনী, যত্নে সাজাই বিনোদিনী,
কুসুম ভূষণে,
বেশের চাতুরী, মন করে চুরি,
মাতায় ভুবনে,
অনিমিষে চেয়ে থাকে, বেশ হেরে নয়ন ভরি॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বৈকুণ্ঠ।

বিষ্ণু ও নারদ।

বিষ্ণু। কি—দেবর্ষি, কি মনে করে?

নারদ। এই প্রভুর দর্শনে এসেছিলেম—আর বল্‌ছিলেম কি, যে দার পরিগ্রহ করা তো শাস্ত্রের বিধি আছে।

বিষ্ণু। তা আছে বই কি! কেন তোমার কোন শিষ্যের বিবাহ দেবে না কি?

নার। আজ্ঞে না,—বড় বিপদে পড়েছি। গন্ধর্ব্বলোকে শুনেছিলেম না কি গানবিদ্যার বড় চর্চ্চা, তাই পরীক্ষা কর্ব্বার জন্য যাচ্ছিলেম, পথে দুষ্টা-সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ।—নির্ব্বোধ বেটী আমায় বলে কি না,—আমি এখন গন্ধর্ব্বলোকে, গান-শিক্ষার উপযুক্ত হইনি, আমি এখন কামজিৎ হইনি। দুষ্টা-সরস্বতী দুষ্টা বুদ্ধি,—আর কত ভাল হবে! আমি কি গান শিক্ষা করতে যাচ্ছিলেম, গান শিক্ষা দিতে যাচ্ছিলেম।—তারপর বল্‌লে কি না, আমি কামজিৎ হই নি। আমি বল্লুম,—"আরে বেটী, আমি দেবর্ষি, আমায় তুই কি চিন্‌বি?" কেমন ঠাকুর, ভাল বলি নি?

বিষ্ণু। বাঃ—উত্তম বলেছ। তার পর—তার পর।

নার। তারপর অযোধ্যা দিয়ে গন্ধর্ব্বলোকে যাচ্ছিলেম, ভাব্‌লেম, সরযূতে স্নান করে যাই।

বিষ্ণু। তা উত্তম করেছ—তা উত্তম করেছ।

নারদ। এমন সময় অম্বরীষ রাজা আমায় দেখে, গললগ্নী-কৃতবাস হয়ে বল্‌লেন,—"প্রভু, আমার কন্যাটী গ্রহণ করুন।" তা ঠাকুর, তোমার অনুমতি ভিন্ন আমি তো কিছু করিনি,—তাই আপ্‌নার অনুমতি নতে এসেছি।

বিষ্ণু। তা ভালই তো! বহুকাল তপস্যা কর্‌লে, দিনকতক সুখভোগ কর। সময়-অসময় আছে, একটী সেবা-দাসী তো চাই।

নার। না—তার নিমিত্ত নয়,—তার নিমিত্ত নয়, তবে বড় অনুরোধে পড়েছি।

বিষ্ণু। তা অনুরোধ রক্ষা কর্ব্বে বৈ কি।

নার। আচ্ছা ঠাকুর, দারপরিগ্রহ যুবা-বয়সেই উচিত, বৃদ্ধের কি দারপরিগ্রহ করা উচিত?

বিষ্ণু। না তা তো নয়ই—তা তো নয়ই।

নার। এই দেখুন, দুষ্টা-সরস্বতীর প্রভাব দেখুন,—পর্ব্বতমুনি দুষ্টা-সরস্বতীর প্রভাবে অম্বরীষ রাজার কাছে গিয়ে পড়েছে, বলে নারদকে কন্যা না দিয়ে আমায় দান কর। ঠাকুর দেখ, দুষ্টা-সরস্বতীর প্রভাব দেখ।

বিষ্ণু। তাইতো—তাইতো—এ বিষম প্রভাব। পর্ব্বতমুনিও বিবাহ করতে চায় না কি?

নার। আজ্ঞে হাঁ।—এই রাজা মহাবিপদগ্রস্ত। আমায় বল্লে,—"দেবর্ষি, একটা উপায় করুন"। এইজন্য প্রভুর কাছে আগমন। প্রভু, এইটী আজ্ঞে করুন যে কাল যেন পর্ব্বত মুনির বানরের ন্যায় মুখ হয়, সভাস্থ সকলে বানরের ন্যায় তার মুখ দেখে।

বিষ্ণু। আচ্ছা তুমি অনুরোধ কচ্চ, তোমার অনুরোধ তো ছাড়াতে পারিনে, বানরের মুখই হবে।

নার। তবে আসি ঠাকুর—তবে আসি। প্রণাম।

বিষ্ণু। মঙ্গল হোক।

[নারদের প্রস্থান।

দুষ্টা-সরস্বতীর প্রভাবে ঋষির মনে অহঙ্কারের সঞ্চার

হয়েছে। অহঙ্কার পতনের মূল। আমার ভক্ত, আমি রক্ষা কর্ব্বো।

পর্ব্বতমুনির প্রবেশ।

পর্ব্ব। এই যে ঠাকুর—একাই আছেন।

বিষ্ণু। কি মুনিবর!

পর্ব্ব। প্রভু, ভাব্‌ছি,—দার পরিগ্রহ কর্ব্বো। মহাদেবও তো দার পরিগ্রহ করেছেন। অম্বরীষ রাজার কন্যা আমারই যোগ্যা, নারদের স্পর্দ্ধা দেখুন, সে কি না বিবাহ কর্‌তে চায়!

বিষ্ণু। অ্যাঁ—বল কি মুনিবর!

পর্ব্ব। আজ্ঞে হ্যাঁ! আমায় বলে বৃদ্ধ,—ওর বয়সের গাছ পাথর নাই। তা প্রভু, আপনি একটা উপায় না কর্‌লেই তো নয়!

বিষ্ণু। আমি আর কি উপায় কর্ব্বো?

পর্ব্ব। অম্বরীষ রাজা বলেছেন, কাল সভায় আমরা উভয়ে উপস্থিত থাক্‌বো;—কন্যা আমাদের উভয়ের মধ্যে, যারে ইচ্ছা হয়—বরণ কর্ব্বে। আপনি এই আজ্ঞা করুন, কাল যেন নারদের মুখ নীল-বানরের মুখ হয়।

বিষ্ণু। তাই হবে। তোমার অনুরোধ তো আমি এড়াতে পার্ব্বো না।

পর্ব্ব। প্রভু, আসি,—প্রণাম।

বিষ্ণু। তোমার মঙ্গল হোক।

[পর্ব্বতমুনির প্রস্থান।

দেবদেব মহাদেব, তোমার বাসনা পূর্ণ হবে। আমি শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ত্যাগ করে, দ্বিভুজ হয়ে, নর-কলেবরে ধনুর্ব্বাণ ধারণ কর্ব্বো। শ্রীমতী আমার লক্ষ্মী, ধরণী-নন্দিনী হয়ে নর-লোকে লীলা কর্ব্বেন, পতিব্রতার শাপ পূর্ণ হবে। প্রভু, হর, বিশ্বেশ্বর,—তোমার কল্পনা পূর্ণ হোক।

বিষ্ণুকিঙ্করীগণের প্রবেশ।

গীত।

গঙ্গাফেন জটাজুট শোভিত,
বিভূতি ছাদিত, ফণিহার ভূষিত,
রজত মধুর হাসি অধরে।
লম্বোদর হর, রজত বৃষভ'পর,
শিঙ্গাডমরু-ধর, ত্রিনয়ন প্রখর,
শিশু-শশী রজত বরণ শিরে শিহরে॥
অস্থিদাম সিত, বক্ষ বিলম্বিত,
শার্দ্দূল-অম্বর কটিতট বেষ্টিত,
পরমা প্রকৃতি উরুদেশ'পরে॥
বব ব্যোম বব ব্যোম ভৈরব রব ঘন,
ত্র্যম্বক ত্রিপুরারী মন্মথ-মর্দ্দন,
পরম-পুরুষ-বর ভুবন-ভীত-হর,
পরমেশ্বর বরাভয় করে॥

পঞ্চম দৃশ্য ।

আশ্রম ।

নারদ, তিলকদাস ও কণ্ঠিদাস ।

কণ্ঠি । বাবাজী, আজ তোমার একি বেশ বাবাজী ? বড় খুনে রকম মুখের চেহারা হয়েছে ।

নার । এ নাগর বেশ, রাজকুমারীকে মুগ্ধ কর্‌তে হবে কি না !

তিল । বাবাজী, এ দেশের রাজকুমারীদের বড় চূড়ান্ত পছন্দ তো দেখছি ।

নার । হ্যাঁ বড় রসিকা !—বাবা কণ্ঠিদাস, বল্‌ দেখি বাবা,— চন্দন মাখ্‌বো না তিলক সেবা কর্ব্বো ? কিসে আমায় সুন্দর দেখাবে বল্‌ দেখি ?

কণ্ঠি । তা যদি বল্লে বাবাজী, তা'হলে আজ তোমার সিন্দুর ভিন্ন উপায় নাই । আভাং করে মুখময় না মাখালে ও নীলি ধাঁচা ঘুচ্‌বে না ।

নার । কি ! বদনমণ্ডলে কি নীলকান্ত মণির আভা হয়েছে রে বাপ !

তিল । বাবাজী, নীলকান্ত-টীলকান্ত বড় জানিনে, যেন নীলবড়ী বেঁটে দিয়েছে বাবা !

নার । ওরেই বলে নীলকান্ত মণি ! বাহ্যিক স্ফটিক নীল, অন্তরে কাঞ্চন-গৌর আভা,—এই আমার মুখে যা দেখ্‌ছো, ওরেই বলে । তা কি সিন্দুর দেবে ?

কণ্ঠি । হ্যাঁ বাবাজী, তা'হলে কণ্ডকটা যুত আস্‌বে ।

নার। আচ্ছা লেপন কর। হ্যাঁরে, শ্মশ্রু কি মুণ্ডন কর্ব্বো?

তিল। না বাবাজী, ওর ধার দিয়ে যেও না।—ও লোমের মতন এক রকম ঝুলচে, মুখখানা বড় খাপ খেয়েছে।

নার। তবে জটায় যে ঝুঁটী বেঁধেছিস্,—তাতে পুষ্পের মালা জড়িয়ে দে।

কণ্ঠি। না বাবাজী, ছড়া দুই তিন কলা এনে বেঁধে দি।

নার। উঁহুঁ!

তিল। বাবাজী, বড় নূতন ধরণ হবে—বাবাজী, বড় নূতন ধরণ হবে।—আমি বল্‌চি বাবাজী, রাজকুমারী দেখ্‌লেই ঘুরে পড়্‌বে।

নার। তবে গলদেশে পুষ্পমালা দে।

কণ্ঠি। না বাবাজী, না,—কালো জামের মালা গলায় দাও। আর কচি তেঁতুলপাতার বেশ করে কণ্ঠি করে দিচ্চি বাবাজী!

নার। তবে চক্ষে কি কজ্জল দিবি?

তিলক। বাবাজী, সে পিচকিরী করে দিতে হবে, বড্ড কোটরে গিয়ে চোখ সেঁদিয়েছে,—আর নীলের উপর কালো বেশ খুলবে না! মুখ্‌টে সিঁদুরেই চলুক।

নার। হ্যাঁরে, কিরূপ এখন হলো?

কণ্ঠি। বাবাজী, খুনে রকম—খুনে রকম।

নার। আহা,—তোদের অদৃষ্ট বড় সুপ্রসন্ন! আমার তপঃসঙ্গিনী আশ্রমে এসে আশ্রম পবিত্র কর্ব্বে। তোদের জননীর ন্যায় যত্ন কর্ব্বে। তোদের পরম সৌভাগ্য—তোদের পরম সৌভাগ্য।

কণ্ঠি। হুঁ!

তিল। বাবাজী, আঁচড়টা কামড়টা তো দেবে না?

নার। কি বল্লি,—ব্যঙ্গ করিস্ না কি?

তিল। বাবাজী, যে রূপ ধরেছ, আমি মনে কচ্চি, ভাল একটী বাঁদরী ঘরে আন্‌বে। দিব্য—টুপ্ টাপ্ ক'রে লাফিয়ে গিয়ে, আগ ডাল হতে ফল পাড়বে।

নার। হ্যাঁ, দিব্য সুন্দরী—দিব্য সুন্দরী!

কণ্ঠি। বাবাজী, এ দেশে এসে তোমার পছন্দটা ভারি জমকাল হয়েছে।

নার। তপোবলে পছন্দ হয়—তপোবলে পছন্দ হয়!

কণ্ঠি। প্রভু, এ তপোবল কি আমাদেরও ফল্‌বে।

নার। তোদের এরূপ কি কান্তি হয়! আমার মত কি তপস্যা কর্ত্তে পার্ব্বি?

তিল। হ্যাঁ বাবাজি, এ চেহারা তুমি কর্‌লে কি করে?

নার। প্রেম চিন্তায়—প্রেম চিন্তায়! প্রেমের মহিমা তোদের এক দিন ব্যাখ্যা করে বল্‌বো।—এই যে দেখ্‌ছিস মুখমণ্ডলে ঈষৎ নীলাভা—

তিল। ঈষৎ নীলাভা নয় বাবাজী,—বেজায় নীলাভা!

নার। প্রেমের চিন্তায় মুখ নীলাভা হয়।

কণ্ঠি। বাবাজী, চোখ দুটো অত পোঁছয়ে যায় কিসে?

নার। নয়ন মুদে প্রেমের ধ্যানে।

কণ্ঠি। আর নাকটা বেমালুম হয় কিসে? প্রেমের দেখ্‌ছি, নাসিকার উপর কিছু বেশী জুলুম!

নার। কি বল্লি—নায়িকা? নায়িকা—আমার নায়িকা,

সেই নায়িকার প্রেমে আমি আচ্ছন্ন! এখন চল, মঙ্গল-ধ্বনি কর্‌তে কর্‌তে রাজপুরে যাই চল।

তিল। রাজপুরী কোন্ বনে বাবাজী?

নার। বন কি রে? রাজপুরী—অম্বরীষ রাজার ভবন।

তিল। বাবাজী, এবেশে রাজপুরে গেলে, মেয়ে-মদ্দ ছুঁড়ী বুড়ী সব মূর্চ্ছা যাবে বাবাজী—সব মূর্চ্ছা যাবে।

কন্তি। আমরাও কি সেজে-গুজে নেব বাবাজী?

নার। তোরা অমনি চল।—এই দেখ, আমি হেলিতে দুলিতে গমন করি। বীণাটা তোরা ভাল করে সাজিয়ে নিয়ে আয়।

[নারদের প্রস্থান।

তিল। ওরে কন্তিদাস, বড় ভাল গতিক নয়!—ও ধেড়ে বাঁদ্‌রী ধরে আন্‌বে। বেটী এসে আঁচ্‌ড়াবেই কাম-ড়াবেই!

কন্তি। নিদেন দু' ঘা ল্যাজের বাড়ি তো মার্‌বেই। এত দেশ থাক্‌তে বাঁদ্‌রীর উপর ঝোঁক হলো কেন বল্ দেখি?

তিল। বোধ হয়, ঢেঁকিটে ভাল চল্‌তে পারে না।—ঐ বাঁদরী চড়ে বেড়াবে।—গাছের উপর, পাহাড়ের উপর সচ্ছন্দে দু'লাফে গিয়ে উঠ্‌বে।

কন্তি। ঠিক বলেছিস্,—তোর বুদ্ধি বড় সাফাই!

তিল। ওরে বড় ভুল হয়ে গেল।—বাবাজীর বাব্‌লা কাঁটার

নথ করে দিলে হতো। কি জানি বাঁদরী যদি থাবাটা-টাবাটা মারে, বাবাজীও তু'ঘা ঝেড়ে দেবে।

কন্ঠি। তবে দ্যাখ, ঐ বীণাটা কাঁটা দিয়ে সাঁচিয়ে নিয়ে যাই চল।

তিল। আহা বেশ বলেছিস্—বেশ বলেছিস্!

কন্ঠি। দ্যাখ, আর তপ-জপে কাজ নাই, বাবাজীকে বলে ঐ বাঁদর সাজা মন্ত্রটা মেরে নে, তুইও একটা বাঁদরী পুষ্‌বি, আমিও একটা পুষবো। দোকান থেকে মিষ্টির থালা নিয়ে সট্‌কাবে, তোফা বনে বসে খাওয়া যাবে। হলো দাঁত খিঁচিয়ে গিয়ে দোকান থেকে তুখানা পটবাসই নিয়ে আসবে,—হলো কারো কাছে কিছু হাতালুম,—ধরতে এলো পিঠে চড়ে চম্পট! চ্যালা-গিরি করে কে আর নিত্যি বনের ফুল তোলে, ফল পাড়ে, কাট কাটে,—জল আনে! ঐ বাঁদর সাজা মন্ত্রটা মেরে নি আয়।

তিল। বেশ কথা, আচ্ছা বুদ্ধি দিয়েছিস। চল—দেখি আগে, এ বিয়ের কিরূপ জুত হয়। ঐ বাঁদর-রাজকুমারীর যদি তু' একটা সখী থাকে, পারি যদি হাতাবো।

কন্ঠি। সাবাস মেধা! দ্যাখ, তা'হলে আমাদেরও সেজে গুজে নিতে হয়।

তিল। তাই চল।

উভয়ের গীত।

বাবাজীর মুখখানা বড় চটকদার।
অমন হবে না ভাই তোর আমার

বলিস পাল্লা লাগাবি,—
ও বোঁচা নাকের ছাঁচ কোথা পাবি ?
কোথায় পাবি অমন রং,
ঘাড় ভাঙ্গা চক্ষু দুটীর ঢং,
ই-ই-ইঃ দ্যাখ দেখি, ও ঠোঁটের ভাবটী হলো কি ?
যদি যোগাড় ক'রে, ল্যাজটী পরে, অঙ্গহীন থাকে না আর॥

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রমোদকানন।

শ্রীমতী ও বিষ্ণুকিঙ্করীগণ।

গীত।

মালা শুকাল সইলো সেতো এলোনা।
ছলে ভুলাতে জানে লো ভাল ললনা॥
কে জানে সজনী হয়েছি কেমন,
এত অযতন মানে না ত মন,
অযতনে বাড়েলো যতন,
মজেছে মন বোঝেনা, জেনে জানেনা,
ছি ছি লাঞ্ছনা—গঞ্জনা,
এত সাধি কাঁদি, সে আমার হলোনা॥

শ্রীমতী। তোমরা ও গান গেও না, আমি যে গানটী শিখিয়ে

দিয়েছি, সেই গানটী গাও।—সে গানে আমার হৃদয়েশ্বরের কথা আছে।

বিষ্ণু-কি। আচ্ছা, ও গান তোমার এত মিষ্ট লাগ্‌লো কেন ?

শ্রীমতী। গানটীতে যেন আমার মনের ছবি তুলেছে।

বিষ্ণু-কি। গানটী তোমায় কে শেখালে ?

শ্রীমতী। আমি আমার শোবার ঘরে বসে আছি, সে বল্লে, আমি তোমার স্বরূপ, আমি—তুমি, তোমার দেহে আমি বিরাজ কচ্চি,—এই বলে গানটী গাইলে।

বিষ্ণু-কি। সে কে ?

শ্রীমতী। কে জানে!—মনে হয় সে আমি, সেও তাই বল্লে, সে মিথ্যাবাদী নয়। কোথায় গেল, কি বলে গেল,— আর আমার মনে নাই। সে একটী নাম শিখিয়ে দিয়েছে, সেই নাম আমি দিবানিশি জপ করি।

বিষ্ণু-কি। আমি বল্‌বো—সে কি নাম ? এই শোন' তোমার কাণে কাণে বলি।

শ্রীমতী। হাঁ্যা, ঐ নাম—রাম নাম। তার রূপের কথা বলে ছিল, কিন্তু আমার মনে নাই,—এক একবার যেন আমার মনের ভিতর দেখ্‌তে পাই, সে যে কি,— তা বল্‌তে পারিনে।

বিষ্ণু-কি। বলেছিল,—ধনুর্দ্ধারী নবদূর্ব্বাদল শ্যাম রাম।

শ্রীমতী। হাঁ্যা—হাঁ্যা—আমার মনে হয়েছে,—ধনুর্দ্ধারী নবদূর্ব্বাদল শ্যাম রাম। আমায় তিনি বলেছেন,—আজ দেখা দেবেন।

গীত।

নব দুর্ব্বাদল সুবিমল উজ্জ্বল।
নীল নলিনী জিনি শুনয়ন ঢল ঢল॥
বনহারী ধনুধারী,
রক্তোৎপল-কর শোভিত ধনুঃশর,
রঞ্জিত অধর—
মৃদু হাসি চিত বিকাশি,
মধু আশে মধুকর গুঞ্জরি বিকল॥
চিকুর চাঁচর ঝলমল লম্বিত,
তরুণ অরুণ ভাতি আদরে চুম্বিত,
মনোমত বিমোহিত, ব্যাকুল রমণী-চিত,
নাম মধুর, হৃদি-তমঃদূর,
শ্যাম সুঠাম, রাজশ্রীরাম,
চরণ-কিরণে ভাতে মানস-শতদল॥

আমি কি তাঁর দেখা পাব?

বিষ্ণু-কি। অবশ্য পাবে, সভায় ওই রূপ ধ্যান করো—নিশ্চয় দেখা পাবে।

শ্রীমতী। আমি কি কর্ব্বো—ভাব্‌চি! আমি মনে মনে তাঁর গলায় মালা দিয়েছি, সভায় মুনিরা আস্‌বে—আমি কি কর্ব্বো?

বিষ্ণু-কি। তুমি ভেবো না,—তুমি রামের প্রেয়সী। মাতৃ-জ্ঞানে মুনিরা তোমায় নমস্কার কর্ব্বে। চল, ফুল তুলিগে চল,—তোমায় মনের মতন করে ফুল দে সাজাব,—তুমি স্বহস্তে মনের মতন মালা গেঁথে রামের গলায় দেবে।

বিষ্ণুকিঙ্করীগণের গীত।

চুলে তোর দেব গোলাপ ফুল।
যেন কাল-ফণিনীর মাথার মণি, বঁধুর হবে প্রাণাকুল॥
বুকে দোলাব বেল-মালা,
যেন সোণার উপর হীরের মালা, করবে লো খেলা,
নিতম্বে নীলমণির বাহার,
বনফুলের দুলবে চন্দ্র-হার,
বরণে তোর চাঁদের কিরণ সাজবে না সোণা;
চিকণ ফুলের পরাব গয়না,
চামেলি জাতি যুঁতি মল্লিকা পারুল বকুল॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পথ।

পর্ব্বতমুনি, আগড়ব্যোম, ডমুরবাগীশ।

পর্ব্বত। কেমন আগড়ব্যোম! মনোহর হরবর-মূর্ত্তি হয়েছে?

আগড়। বড় বেখাপ্পা হয়েছে বাবাজী—বড় বেখাপ্পা হয়েছে।

পর্ব্বত। চোখ দুটী ঢুল ঢুল কচ্চে?

ডমুর। সেদিক দিয়ে বড় নয়!—নির্ঘাৎ কুৎ কুৎ কচ্চে।

পর্ব্বত। হ্যাঁ,—কপালে একটী নয়ন এঁকে দিয়েছিস্ তো?

আগড়। ঐ তে আরও যুত দাঁড়িয়াছে বাবাজী—ঐ তে আর:এ যুত দাঁড়িয়েছে!

পর্ব্বত। একটী অর্দ্ধচন্দ্র এঁকেছিস?

ডমুর। বাবাজী, কপালটী বড় খাটো করে ফেলিয়েছ, চোখ এঁকে আর বড় জায়গা নেই;—ঐ নাকের কাছে একটা কাস্তে এঁকে দিয়েছি।

পর্ব্বত। তবে এক হাতে শিঙ্গে দে, আর এক হাতে ডমরু দে।

আগড়। বাবাজী, ষাঁড়ে চড়বে তো?

পর্ব্ব। সে ক্রমে—সে ক্রমে।—একটা বাছুর নিয়ে অভ্যাস কর্ব্বো।

ডমুর। বাবাজী, তা'হলে তো এখন এক ছটাক আধছটাক গাঁজায় চল্‌বে না। গাঁজার জোগাড়টা ভোরপুর রাখা চাই। আপাততঃ দুটো ধুতড়ো চিবিয়ে নাও।

পর্ব্ব। মুখের জ্যোতি কেমন বেরুচ্চে ?

আগড়। যেন অমাবস্যে এসে লুকিয়েছে—যেন অমাবস্যে এসে লুকিয়েছে !

পর্ব্ব। দুর বেল্লিক !—পূর্ণিমার জ্যোতি—পূর্ণিমার জ্যোতি !

ডমুর। বাবাজী, বলতো খানিক চিটে গুড় দিয়ে তুলো বসিয়ে দি, তা'হলে শ্বেতবর্ণ দেখাবে।

আগড়। না—না, বুঝিসনি, শোণ দিয়ে লোম করে দি,—একবারে ঠিক্ ঠাক্ হবে।

পর্ব্ব। শোণের দড়ি পাকিয়ে সর্পের মত করে দে।

ডমুর। আর পেছন দিকে একটু ঝুলিয়ে দেব ?

পর্ব্ব। যাতে মানান হয়, সেইরূপ কর—যাতে মানান হয় সেইরূপ কর !

আগড়। খুব ঝোল্‌তা করে দিচ্চি বাবাজি,—ময়াল সাপের মত লোটাতে লোটাতে যাবে।

পর্ব্ব। সাধু—সাধু ! তোদের সকল বিদ্যা আমি অর্পণ কর্ব্বো।

ডমুর। এই বিদ্যাটী ছাড়া বাবাজী—এই বিদ্যাটী ছাড়া !

আগড়। এমন মনোহর হর-বর-মূর্ত্তি ধর্‌তে শিখিও না।

পর্ব্ব। এ মূর্ত্তি কি সহজে ধারণ করতে পার্ব্বি ?—জোর নন্দী-ভৃঙ্গী হবি।

ডমুর। বাবাজী, তা'হলে তোমার ঐ মূর্ত্তির কতক এসে গেল!

আগড়। বাবাজী, তোমার ও বিদ্যায় কাজ নাই—তোমার ও বিদ্যায় কাজ নাই! আমাদের এ রূপটি যেমন আছে—সেইরূপ থেকে যাক্।

পর্ব্ব। তবে গজ-গমনে গমন করি,—কি বলিস্?

ডমুর। আজ্ঞে না,—ঠুমুক ঠুমুক চলুন,—বড় শোভা হবে!

শিষ্যগণসহ নারদের প্রবেশ।

পর্ব্ব। দ্যাখ,—দ্যাখ—নারদ আস্‌ছে দ্যাখ। (স্বগত) বিষ্ণুর কথা কি মিথ্যা হয়,—নীল বানর হয়েছে।

নারদ (শিষ্যগণের প্রতি) দ্যাখ,—দ্যাখ—পর্ব্বত আস্‌ছে দ্যাখ! (স্বগতঃ) বিষ্ণুর কথা কি মিথ্যা হয়,—বানরের মুখ হয়েছে।

পর্ব্ব। মুনিবর, এ মনোহর সাজে কোথায় গমন হচ্চে,—রাজসভায় না কি?

নার। না ঋষিরাজ, আপনি যে কন্দর্প-মনোহর-মূর্ত্তি ধারণ করেছেন, তাতে আর আমার রাজসভায় যেতে ইচ্ছা হচ্চে না। আপনার রূপ দেখ্‌লেই রাজকন্যা বরমাল্য প্রদান কর্ব্বে।

পর্ব্ব। সে নিজগুণে যা বল ঋষিরাজ—সে নিজগুণে যা বল!—তোমার যা মূর্ত্তি হয়েছে, ও রকম অদ্ভুত মূর্ত্তি ত্রিভুবনে কেউ কখনো দেখে নাই। আমি একেবারে

নৈরাশ-সাগরে নিমগ্ন হয়েছি,—রাজকুমারী কি আপনাকে দেখে আমার প্রতি ফিরে চাবে?

নার। ঋষিরাজ, বল্‌তে কি, আপনার বড় নটবর মূর্ত্তি হয়েছে।

পর্ব্ব। ঋষিরাজ, তোমা অপেক্ষা নয়,—কি বলিস আগড়-ব্যোম?

আগড়। দুই সমান বাবাজী—দুই সমান,—ওর আর কম বেশী নাই।

নার। আপনার কৃষ্ণ দগ্ধ-চন্দ্রানন যে কিরূপ মনোহর, তা চতুর্ম্মুখ বর্ণনা করতে পারেন না, কি বলিস্ কণ্ঠিদাস?

কণ্ঠি। হুঁ—তবে কি না, সিন্দুরে তোমার চটক কিছু বেশী হ'য়েছে।

নার। চুপ! বলিস্ নি, তা'হলে ফিরে চলে যাবে, রাজ সভায় অপমান করতে হবে। তোরা বল্‌বি, আমার খুব কুরূপ হ'য়েছে।

পর্ব্ব। ঋষিরাজ, তবে অগ্রসর হোন। আমার তো আর আশা ভরসা নেই।

ডমুর। কুচ্ পরোয়া নেই বাবাজী, খুব আশা আছে,—শোণ দে, যে সাজিয়েছি, ওর বাবার বাবা এমন বেশ পাবে না।

পর্ব্ব। চুপ্ বেটা চুপ্!—আমায় খুব কুরূপ ব'লবি। সভায় ওরে অপমান করতে হবে। ও কি রাজকন্যার যোগ্য?

নারদ। আপনার কি পরিপাটী সৌন্দর্য্য!

পর্ব্ব। আপনার কি বিপুল শোভা!

আগড়। বাবাজী, রূপের ব্যাখ্যায় কাজ নেই। এক সরা জল এনে দি', যে যার রূপ দেখে ঠাণ্ডা হয়ে রাজ-সভায় প্রবেশ কর।

পর্ব্ব। না—না—খপরদার ব্যাটা,—মুখ দেখ্‌তে পেলেই পেছোবে।

নার। তিলকদাস, কণ্ঠীদাস,—তোরা ঐ বেল্লিকটার খুব রূপ বর্ণনা কর।

পর্ব্ব। আগড় ব্যোম, ডমুরবাগীশ,—তোরা ঐ নচ্ছারটার খুব রূপ বর্ণনা কর।

কণ্ঠি। ভাই আগড় ব্যোম! তোর ঋষির কি রূপ ভাই!

আগড়। তোর ঋষির কাছে লাগে না।

তিলক। খুব লাগে—খুব চুটিয়ে লাগে।

ডমুর। খপরদার, মুখ সামলে কথা ক', তোর ঋষির মত অমন সিন্দুর আছে?

কণ্ঠি। চোপরাও,—তোর ঋষির মতন অমন কান্তে আছে? কপালে হাঙ্গরের মুখ আছে?

আগড়। তোর ঋষির মত অমন কলাছড়া আছে? তেঁতুল পাতা আছে—কালো জামের মালা আছে?

তিলক। তোর ঋষির মত অমন শোণের ল্যাজ আছে? অমন লোম আছে?

ডমুর। তোর ঋষির ল্যাজ না থেকে যা জলুষ, আমার ঋষির সাতটা ল্যাজ থেকে তা হবে না।

কণ্ঠি। খুব হবে,—তোর বাবাকে হ'তে হবে,—ওরে ব্যাটা, ধাড়ী মর্কটরে যে ব্যাটা!

আগড়। আমার ঋষির বাবার বাবার কর্ম্ম নয়রে ব্যাটা। তোর ঋষির বেজায় পাল্লায়রে ব্যাটা ;—তোর ঋষি বেঁড়ে নীল বানররে ব্যাটা !

তিলক। খপরদার ব্যাটা, কলা খেয়ে তোর গায়ে ছোব্‌রা ফেলে দেব ব্যাটা !

ডমুর। খপরদার ব্যাটা, পাঁটা বলি দিয়ে তোর গায়ে রক্ত দেব ব্যাটা !

কণ্ঠি। এই কলা খেলুম, আর তোর গায়ে ছোবরা দিলুম।

ডমুর। এই পাঁটা কাট্‌লুম, আর তোর গায়ে রক্ত দিলুম।

তিল—কণ্ঠি। তবে আয় !

ডমুর—আগড়। তবে আয়।

পর্ব্বত। কলহে প্রয়োজন নাই—কলহে প্রয়োজন নাই ! আমার শুভ বিবাহ হবে, আজ্‌কের দিন কলহ করিস্‌নে।

নারদ। ধৈর্য্য ধর ধৈর্য্য ধর।—আজ হৃদয়েশ্বরীকে হৃদয়ে ধারণ কর্ব্বো,—আজ দ্বন্দ্ব কর্‌বার দিন নয়।

কণ্ঠি। আচ্ছা বে'টা সেরে নাও, তারপর আমি মস্ত কাঁটাল খেয়ে তু'বেটার গায়ে ভুতিটে ফেলে মার্‌বো।

আগড়। আচ্ছা থাক্‌, বে'টা হয়ে যাক, মোষ কেটে গায়ে রক্ত দেবো।

তিলক। মোষ তোদের বাবা কখনো দেখে নি।

আগড়। কাঁটাল তোদের চৌদ্দপুরুষে খায় নি।

কণ্ঠি। কাঁটাল খুব খেয়েছি রে ব্যাটা।

আগড়। মোষ খুব দেখেছি রে ব্যাটা।

উভয় পক্ষের শিষ্যদলের সঙ্গীতসংগ্রাম।

গীত।

পর্ব্বত মুনির দল। তোদের মুনি গ্যাঁটা বাঁদর ল্যাজ কাটা।
নারদ মুনির দল। তোদের ওটা ধাড়ি বাঁদর, পেট মোটা—খুব ট্যাঁটা॥
পর্ব্বতমুনির দল। বাঁদরামি করবি কবে? বাঁদর চিনবি কি?
নারদ মুনির দল। আঁতুড় থেকে বাঁদরামিতে পেকে গিয়েছি।
পর্ব্বত মুনির দল। করিস্ নি বাড়াবাড়ি—গায়ের জোর?
নারদ মুনির দল। আয় দেখি,—বাঁধ কোমর।
উভয় দল একত্রে। আয় তবে আয়, আয় তবে আয়, দি সোঁটা।
পর্ব্বত মুনির দল। দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্ কেমন খিঁচুনি।
নারদ মুনির দল। দ্যাখ্ না কেমন খিঁচিয়ে নাচনি॥
পর্ব্বত মুনির দল। তোদের মুনি জবর বাঁদর, সেঁটে চিবোয় ওল ডাঁটা।
নারদ মুনির দল। তোদের মুনি হাম্‌ড়ে প'ড়ে, চিবিয়ে মারে শ্যাল কাটা॥

নারদ। তবে আমি রাজ সভায় চল্লুম। তোরা আয়।

[প্রস্থান।

পর্ব্ব। (স্বগতঃ) তামাসা দেখ্‌তে হবে,—তামাসা দেখ্‌তে হবে। রাজকুমারী বেল্লিকটার মুখে পোড়া পাঁশ দেবে। আমি তাড়াতাড়ি যাই।

[সকলের প্রস্থান।

(তুস্টা-সরস্বতীর সঙ্গিনীগণসহ প্রবেশ)

গীত।

অভিমানে সৃজন ভুবন অভিমানের এ মেলা।
অভিমানের মধুর গানে সংসারে চলে খেলা॥
অহঙ্কার এ ভব-পাথার, এমন শক্তি আছে কার,
জ্ঞান-তরণী বিনা পাথার হতে পারে পার।

মোহময় এ ঘোর আঁধার,
আঁধারে সাঁতার তরঙ্গে ওঠা নাবা করে বারে বার,
সরল মনে শরণ নিলে তবে সে জন পায় ভেলা।
নইলে নাচে দু'বেলা মহামায়া যে করে হেল ॥

ছুষ্টা-সরস্বতীর সহচরী। দেবী এই দাম্ভিক ঋষিদের আরও কি শাস্তি বাকী আছে ?

ছুষ্টা-সর। হাঁ, অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হ'য়ে বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীমতীকে চিন্‌তে পারে নাই। যখন মাতৃজ্ঞানে শ্রীমতীকে প্রণাম কর্‌বে, তখন তাদের দিব্যজ্ঞানের উদয় হ'বে। আমার অভিশাপ ব্যর্থ নয়,—রাজসভায় নিতান্ত বানরের ন্যায় আচরণ কর্ব্বে।

সহচরী। দেবী, এ তেজস্বী ঋসিদ্বয়—এদের কিরূপে মুগ্ধ কর্‌লে ? অতি সামান্য ব্যক্তিরা যেরূপ আচরণে লজ্জিত হয়, ঋষিদ্বয় সেইরূপ কার্য্য ক'চ্চে। এদের কি ঋষিত্ব দূর হয়েছে ?

ছুষ্টা-সর। না, ঋ'ষিত্ব দূর হয় নি—দম্ভমদে অভিভূত হয়েছে। মদ্যপায়ীর যেইরূপ হিতাহিত বিবেচনা থাকে না, এদেরও সেইরূপ। আমার মুগ্ধকারিণী শক্তির নারী প্রধান সহায়। মোহিনী রূপে মহাদেবও মুগ্ধ হয়েছিলেন। বৈকুণ্ঠে আমি ওদের মোহজাল হ'তে মুক্তি প্রদান কর্ব্বো। আর কখনো আমায় অবজ্ঞা কর্‌বে না। চিরদিন নারীকে জননী জ্ঞানে পূজা ক'রে, তপাচরণে রত থাক্‌বে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজসভা।

অম্বরীষ, পর্ব্বত, নারদ ও সভাসদগণ।

পর্ব্ব। মহারাজ, তোমার কন্যা কোথায়?

অম্ব। ও বাবা! আজ্ঞে,—আজ্ঞে, আপনি কে?

পর্ব্ব। (স্বগত) মূর্ত্তি দেখে মোহিত হয়েছে,—চিন্‌তে পাচ্চে না! (প্রকাশ্যে) মহারাজ, চিন্‌তে পার্ব্বেন না—চিন্‌তে পার্ব্বেন না, আমিই পর্ব্বত মুনি।

অম্ব। আজ্ঞে যেরূপ আজ্ঞে—যেরূপ আজ্ঞে।

শিষ্য সহ নারদের প্রবেশ।

নারদ। মহারাজ! কন্যাকে আনয়ন করুন।

মন্ত্রী! সার্‌লে বাবা সার্‌লে,—দুটো বানর কোথ্‌থেকে হানা দিলে!

নারদ। (স্বগতঃ) সভাশুদ্ধ রূপ দেখে মোহিত হয়েছে,—একেবারে নির্ব্বাক! (প্রকাশ্যে) মহারাজ! চিন্‌তে পাচ্চেন না,—প্রেমের ধ্যানে এরূপ মূর্ত্তি হয়েছে।

অম্ব। (স্বগতঃ) এ তো পর্ব্বত মুনি ও নারদ ঋষি! উভয়ের মত স্বর—উভয়ের মত দেহ,—কেবল মুখ বানরের মত! আমার কন্যার সহিত কি ছল করতে এসেছে? এ যে ঘোর বিপদ উপস্থিত দেখ্‌ছি।

পর্ব্বত। কি ভাবছ?

নারদ। কন্যা আনয়ন কর।

অম্ব। মন্ত্রী, যাও,—অন্তঃপুরে সংবাদ দাও। প্রভু, আমি নিতান্ত আশ্রিত, আমার প্রতি এরূপ ছলনা কেন?

নারদ। (অন্তরালে) রাজা, কিছু ভেবো না, ও বানরের মুখ আমি করে দিয়েছি।

পর্ব্বত। (রাজাকে লইয়া অন্তরালে) রাজা, এ আমারই কারখানা।

সখিগণ সমভিব্যাহারে শ্রীমতীর প্রবেশ।

বল্লরী। ওলো, তাইতো লো, বেশকারিণী তো ঠিক বলেছে,—দু'মড়া বানর সেজেছে।

সুষমা। হ্যাঁলো, তবে আমাদের যা বলে দিয়েছে, তাই কর্ব্বো না কি? শাপ টাপ তো দেবে না?

বল্লরী। ভয় কিলো, আমি ওদের নাচাই দ্যাখ।

নারদ। রাজকুমারী, যারে পছন্দ হয়, বরমাল্য প্রদান কর।

পর্ব্ব। ওকে ভালকরে দেখে, তার পর আমার গলায় মাল্য দিও।

বল্ল। ঠাকুর, তোমাদের রূপ দেখে তো রাজকুমারী মোহিত হ'য়েছে, এখন গুণের পরিচয় দাও। এই থালাতে কলা আছে, কে ক'ছড়া খেতে পার দেখি। এই মাঝখানে রাখ্‌লুম।

নারদ। সখী কিনা,—তাই পরিহাস কচ্ছে—বুঝেছিস কষ্টিদাস!

কষ্টি। আজ্ঞে, বলেন তো আমরা লেগে যাই।

পর্ব্ব। দেখ্ আগড় ব্যোম, রাজকুমারীর সহচরীরা বড় রসিকা।

আগড়। আজ্ঞে খুব রম্ভাবাজ, আমার জিহ্বাকে বড় ব্যাকুল করে তুলেছে।

সুষমা। (নারদের প্রতি) কই ঠাকুর, তুমি ঢেঁকী চড়ে এলে না?

নারদ। ঢেঁকী আস্‌ছে—ঢেঁকী আস্‌ছে।

বল্ল। ঠাকুর, তোমরা দু'জনে একবার নাচ—আমরা দেখি।

সুষমা। ওলো আর নাচে কাজ নেই—নাচে কাজ নেই। তোমরা একবার চার পায়ে চল, দেখে নয়ন সার্থক করি।

পর্ব্বত। হ্যাঁ পরিহাস ক'চ্চ—পরিহাস ক'চ্চ।

নারদ। বড় কৌতুকশীলা—বড় কৌতুকশীলা!

বল্ল। ওমা, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে? এ বরকে কিরূপে মালা দেবে! তোমরা মুনিই হও, আর ঋষিই হও, কুলাচার লঙ্ঘন হবে না।

আগড়। বাবাজী, একবার চার পায়ে চল—চার পায়ে চল। আমি ভেবেছিলুন, রাস্তায়ই তোমায় একবার বল্‌বো। তুমি চার পায়ে চল্‌তে থাক, আর আমি দড়ি গাছটা ধরি। তা হলে নারদ মুনিটা লাফ দিয়ে পালাবে। আর তুমি যেমনটী চাও—তেমনিটী দেখাবে।

পর্ব্ব। বটে!

কণ্ঠি। (নারদেরপ্রতি) বাবাজী, ঐ দেখ হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়্‌লো বলে,—তুমিও হুমড়ি খাও—তুমিও খাও,—খাও—খাও বাবাজী, নইলে ঐ ব্যাটা জিতে যাবে।

অম্ব। মা, ঋষিদ্বয় উদয় হয়েছেন। তোমার যার গলায় ইচ্ছা—বর-মালা প্রদান কর।

শ্রীমতী। পিতা, ঋষিদ্বয় কোথা ? এ যে দুইটা বানর!—একটা নীল বানর, আর একটা ধেড়ে বানর! কই, ঋষি ত দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। তবে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম এক যুবা-পুরুষকে দেখ্‌চি।

পর্ব্ব। হ্যাঁ—কি দেখ্‌ছ—কি দেখ্‌ছ? ওকে তো বানর দেখ্‌ছো, আমায় কিরূপ দেখ্‌ছ ?

শ্রীমতী। প্রভু, অপরাধ মার্জ্জনা হয়, আপনাকেও বানর দেখ্‌ছি।

নার। আমায় বানর দেখ্‌ছো?

শ্রীমতী। প্রভু, ছলনা করে বানর সেজেছেন, তা তো জানেন।

পর্ব্ব। নবদূর্ব্বাদল যে পুরুষ দেখ্‌ছো,—তার কয় হাত ?

শ্রীমতী। দুই হাত।

নার। হাতে কি আছে ?

শ্রীমতী। ধনুর্ব্বাণ।

নার। না, এ তো হ'লোনা, এ তো বিষ্ণুমূর্ত্তি নয়। ভেবে ছিলেম, বিষ্ণু ছলনা কচ্চেন,—এ তো বিষ্ণু নয়, তবে এ কার ছল ?

শ্রীমতীর স্তব।

এস ধনুধারী, কাতরা কুমারী,
কোথা ভয়হারী দেহ দরশন!
নেহারি দুস্তর, সঙ্কট সাগর,
নারী-মন হর ওহে নীলাঞ্জন॥

আশ্রিতা কিঙ্করী, পদ হৃদে ধরি,
কাঁদে তোমা স্মরি বিপদ বারণ।
প্রাণমন কায়, বিকায়েছি পায়,
চাহ করুণায় কমললোচন॥
রাম রাম রাম, দূর্ব্বাদল শ্যাম,
হ'য়োনা হে বাম আকুলা বালায়।
সদা অাকিঞ্চন, তব শ্রীচরণ,
করেছি বরণ, ফেল না হে দায়॥

(মায়া-যষ্টিধারিণী বিষ্ণুকিঙ্করীগণের প্রবেশ ও নৃত্য গীত ও সকলের অভিভূত হওন।)

কে জানে মন কারে সই চায়।
হৃদয়ে উদয় হয়ে হৃদয়ে লুকায়॥
আশার আশায় ব্যাকুলা সদাই,
নিশানিশি সদাই খুঁজি, খুঁজে কইলো পাই;
জানিনে কেন তারে চাই,
কি রসে অবশে মন সদাই ভেসে যায়॥

(রামরূপী বিষ্ণুর আবির্ভাব ও শ্রীমতীকে লইয়া অন্তর্ধ্যান।)

[বিষ্ণুকিঙ্করীগণের প্রস্থান।

নারদ। একি সহসা নিদ্রিত হ'য়েছিলেম কেন?

পর্ব্বত। একি—কোন মায়ায় আচ্ছন্ন হয়েছি না কি? মহারাজ, কন্যা কোথায় গেল?

অম্ব। আমি তো কিছু জানি নে, আমি অবসন্ন হয়েছিলেম।

বল্ল। ওলো এইবার আয়না ধর।

(বল্লরী ও সুষমার উভয় মুনির সম্মুখে
দর্পণ স্থাপন।

উভয়ে। ছিঃ ছিঃ—এ যে সত্যই, বানর মূর্ত্তি!

নার। অঁ্যা—শেষটা বনের বানর হলেম ভায়া!

পর্ব্ব। তোমায় তো ব্যাটারা ল্যাজ ক'রে দেয় নাই। আমার শোণ জড়িয়ে ল্যাজ করে, আরও হুবাহু করে দিয়েছে।

নার। ও দাদা, তোমার ল্যাজে কি করে, যে সিন্দুর মাখিয়েছে, তাতে খুব জম্‌কে দিয়েছে।

পর্ব্ব। ভায়া, আমার এ লোমের কাছে লাগে না।

বল্লরী। ঠাকুর, তোমরা কি বল্‌ছ?

নার। বল্‌ছি, আমার গুষ্টির পিণ্ডি!

[নারদের বেগে প্রস্থান।

পর্ব্ব। আমার ঋষিবংশের সপিণ্ডকরণ।

[বেগে প্রস্থান।

বেশকারিণী বেশিনী বিষ্ণু-কিঙ্করীর প্রবেশ।

অম্ব। বৎসে, আমার শ্রীমতী কোথায় গেল?

বিষ্ণু-কি। মহারাজ, চিন্তিত হবেন না, আপনার কন্যাকে নারায়ণে সমর্পণ করেছিলেন। নারায়ণ, তাঁকে স্বধামে লয়ে গেছেন;—শীঘ্রই কন্যা-জামতার দর্শন পাবেন।

অম্ব। তুমি কে মা সুভাষিনী?

বিষ্ণু-কি। সকল পরিচয় পাবেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন!

[শিষ্যগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আগড়। এইবার কদলী ভক্ষণ।

কষ্ঠি। সরে দাঁড়া, নইলে এখনি তোর মরণ!

তিলক। কদলীতে তোদের কি অধিকার? আমরা নীলবানরের চেলা।

ডমুর। কি তোদের নীলবানর, আমরা ধাড়ি বানরের চেলা!

কষ্ঠি। দ্যাখ্, মার খাবি।

আগড়। দ্যাখ্ জাহান্নমে যাবি।

ডমুর। তোরা কলা কেন খাবি,—এই যে বল্লি কাঁটাল খেয়ে গায়ে ভুতুড়ি দিবি?

তিলক। তোরা কেন কলা খাবি,—তোরা মোষ খেয়ে গায়ে রক্ত দিবি!

আগড়। আমরা মোষও খাব, কলাও খাব।

কষ্ঠি। আমরা কাঁটালও খাব, কলাও খাব।

ডমুর। ভেড়ের ভেড়ে—তোরা কলার তেউড় খাবি।

তিলক। তবেরে দামড়া এঁড়ে,—তোরা কলার এঁটে কামড়াবি।

আগড়। তোর গলায় ছাগলনাদী দেব।

কষ্ঠি। তোরে ছুঁচো ধ'রে খাওয়াব।

ডমুর। কি কলা খেতে চাস,—বাঁদ্রামিতে পার্বি?

তিলক। তোরা কিসের বাঁদর,—আমাদের সঙ্গে বাঁদরামিতে লাগ্বি!

আগড়। তোরা মেনি বাঁদর, কলা খাবি?—কচি আমড়া খাবি!

কষ্ঠি। তোরা থুব্ড়ো বাঁদর,—কচুর গেঁড় খাবি।

ডমুর। তোরা কচুপোড়া খাবি।

তিলক। তোরা মানকচু চিবুবি।

আগড়। এই আমি কলার ছড়া তুল্‌লুম।

কণ্ঠি। এই আমি কলার থালা নিয়ে ছুটলুম।

[কণ্ঠিদাস ও তিলকদাসের পলায়ন।

আগড়। তবেরে ব্যাটা, চোর ব্যাটা—বিট্‌লে বেটা।

ডমুর। তবেরে ব্যাটা, বাটপাড় ব্যাটা,—চোর ব্যাটা।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বৈকুণ্ঠ।

বিষ্ণু, নারদ ও পর্ব্বত।

পর্ব্ব। ঠাকুর, তোমার এত ছল!

নারদ। ঠাকুর, তোমার এত কপটতা!

পর্ব্ব। তুমিই কন্যা হরণ করে লয়ে এসেছ?

বিষ্ণু। এ কি কথা বল্‌ছো?

নারদ। তুমিই নবদূর্ব্বাদলশ্যাম ধনুধারী হয়ে গিয়েছিলে।

বিষ্ণু। আমার কি কখনো নবদূর্ব্বাদলশ্যাম ধনুধারী মূর্ত্তি দেখেছিলে?

পর্ব্ব। তবে অম্বরীষ রাজাই ছল করেছে। (নারদের প্রতি) চল ঋষিরাজ, তোমার সহিত আর আমার কোনও কলহ নাই। এস অম্বরীষকে অভিশাপ দিয়ে সমুচিত প্রতিফল দেব।

দুষ্টা-সরস্বতীর প্রবেশ।

গীত।

আমি সারদা বরদা বাগ্‌বাদিনী।
ভ্রান্তি বিধায়িনী, দাম্ভিক-জন-মন-ছাদিনী॥
বিমল চিত মম শতদল আসন,
মত্ত মতি করি বিভ্রমে শাসন,
বিদ্যা-অবিদ্যা দেবনরারাধ্যা,
মধুর বীণাধ্বনি ভক্ত-আমোদিনী,
কভু কুরূপা বিরূপা অশুভ নিনাদিনী॥

দুষ্টা। কেমন কামজিৎ পুরুষেরা, বানর নাচ নেচেছ?

নারদ। বড় লজ্জা দিলে ভায়া, বড় লজ্জা দিলে!

দুষ্টা। ঋষিরাজ! গর্ব্বের ফল পেয়েছ? আমার ছলনায় ইন্দ্র গুরুপত্নী হরণ ক'রেছিল, আমার ছলনায় চন্দ্রের হৃদয়ে কলঙ্ক, আমার ছলনায় দক্ষের ছাগমুণ্ড, আমার ছলনায় হিরণ্যকশিপু নিপাতিত, আমার ছলনায় নহুষের সর্পকায়া, আমার ছলনায় নরক পরিপূর্ণ, আমি দাম্ভিকের পরম শত্রু, অবিদ্যারূপে আমি দাম্ভিককে ছলনা করি,—আর বিমলান্তঃকরণ দীন-ভাবাপন্ন সাধুকে বিদ্যারূপে পরম জ্ঞান দান করি। অজ্ঞান, জ্ঞান আমি উভয়ই। যে সুবোধ, সে আমায় "জ্ঞানায় নমঃ" ব'লে পূজা করে— "অজ্ঞানায় নমঃ" বলে পূজা করে। জীবের মনো-মালিন্য দূর হয় না। অবিদ্যারূপে আমি রমণী, জ্ঞান রূপে আমি জননী।—উভয়রূপে আমায় পূজা না

করলে,—রমণী জননী জ্ঞান না হ'লে, আমার মায়া অতিক্রম করতে পারে না। আমি পথ না ছাড়লে সচ্চিদানন্দ রূপ দর্শন পায় না।

পর্ব্ব। চল, অম্বরীষ রাজাকে অভিশাপ দি,—তাকে ঘোর তমঃ আচ্ছন্ন করুগ।

[উভয়ের প্রস্থান।

দুষ্টা। এখন ও ভ্রান্তি দূর হয় নি—এখনও ভ্রান্তি দূর হয় নি।

বিষ্ণু। বাগ্‌বাণী! তুমি না প্রসন্ন হ'লে, কি করে ভ্রান্তি দূর হবে? দেবী! ঋষিরা হরিহর-ভক্ত,—এ যেন তোমার স্মরণ থাকে।

দুষ্টা। প্রভু! আমি দাসী।

[প্রস্থান।

শ্রীমতীর প্রবেশ।

শ্রীমতী। হে নারায়ণ! হে শ্রীমধুসূদন। দাসীকে চরণে স্থান দিলে, কিন্তু আমার পিতার ঘোর বিপদ দেখ্‌ছি, —দারুণ ঋষি-রোষে কিরূপে রক্ষা পাবেন! আজীবন তোমার চরণ ধ্যান, আমার পিতা সার করেছেন। হে বিপদভঞ্জন, তাঁর বিপদ হ'লে, তোমার নামে কলঙ্ক হবে। এ ঘোর সঙ্কটে পদতরী দিয়ে রক্ষা কর।

বিষ্ণু। সতী, তুমি জান না। আমার ভক্ত কখনো সঙ্কটে পতিত হয় না। চিরদিন ভক্তের সঙ্গে আমি অভেদ। বিঘ্নকারিণী দুষ্টা-সরস্বতীর কোপে ঋষিদের সে জ্ঞান তিরোহিত হয়েছে। ভক্ত আমার জীবন সর্ব্বস্ব!

আমি অম্বরীষ রাজাকে বৈকুণ্ঠে আনাবার জন্য যে কত ব্যাকুল, তা তুমি জান না। কিন্তু কাল পূর্ণ না হ'লে কার্য্য হয় না। দেখনা, তোমায় দেখা দেবার জন্য আমি ব্যাকুল হ'য়েছিলেম, তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌তুম। কিন্তু যতদিন তোমার হৃদয় নরদেহ-জনিত মৃত্তিকা কলুষিত ছিল, ততদিন আমি দেখা দিতে পারি নাই। যদিচ স্বপ্নে তুমি আমার নাম পেয়েছিলে, কিন্তু তোমার দীক্ষা হয় নাই। আমার কিঙ্করী "বেশকারিণী" বেশে, সেই দীক্ষা তোমায় দিয়েছে; সেই দীক্ষা প্রভাবে, তুমি আমার নামের অধিকারিণী হয়েছ। আমার নাম তুমি জপ করেছ,—নামে তোমার হৃদয়ের মালিন্য দূর হ'লে, তবে তোমায় দর্শন দিয়েছি। ঋষিকোপে, মহাভয়ে অম্বরীষ রাজার বিষয়-বাসনা দূর হবে; সেই সময়ে অম্বরীষ রাজা গোলকে স্থান পাবে। এই দেখ, ঋষিদের দমনের জন্য আমার সুদর্শন চক্র প্রেরণ কচ্ছি।—যাও চক্র, বিষ্ণুভক্তকে রক্ষা কর; আর ঋষিদের দমন কর। সুন্দরী এস, আমি দারুককে আজ্ঞা দিচ্ছি, রথে করে তোমার পিতাকে লয়ে আসে।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

অলিন্দ।

অম্বরীষ, নারদ, পর্ব্বত ও বিষ্ণুকিঙ্করী।

নারদ। রে দুরাচার, রে কপটাচারী, রে মূঢ়! তোমার আমাদের সহিত ছলনা! মূর্খ, এই দণ্ডেই তার সমুচিত প্রতিফল পাবি।

অম্ব। প্রভু, আমার অপরাধ নাই।—আপনাদের শ্রীচরণে আমি কোন দোষে দোষী নই।

পর্ব্বত। তোর কন্যা কোথা বল? ছল করে কোথায় লুক্কায়িত করে রেখেছিস্?

অম্ব। প্রভু, আমার কন্যা কোথায়, আমি কিছুই জানিনে। আমি কন্যার নিমিত্ত ব্যাকুল হয়েছি, সত্যই বলচি, আমি আপনাদের সহিত কপটাচার করি নাই, আমি আপনাদের নিতান্ত আশ্রিত।—আশ্রিতের প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন, ক্রোধ শান্ত করুন।

নারদ। এই দণ্ডে কন্যা আনয়ন কর। আমাদের উভয়ের মধ্যে যা'কে হোক্ বরণ করুক্। যদি আজ্ঞানুবর্ত্তী হোস, তবেই নিস্তার পাবি, নচেৎ তোর রক্ষা নাই।

অম্ব। প্রভু, মার্জ্জনা করুন,—সত্যই আমি, আমার কন্যা কোথায় কিছুই জানিনে। আমি নারায়ণ সাক্ষ্য ক'রে, আপনাদের কাছে শপথ করচি, আমার কথা মিথ্যা নয়।

পর্ব্ব। বটে পামর, এখনো ছলনা, আমরা উভয়ে তোরে অভিশাপ দিচ্চি যে, ঘোর প্রলয়-তমঃ তোরে আচ্ছন্ন করুক্। যেমন ছলনা করেছ, অনন্তকাল তমঃ-গর্ভে বাস কর।

(বজ্রনাদ ও বিদ্যুৎ-প্রকাশ।)

অম্ব। মা—মা,—আমার উপায় কি হবে? ঐ দেখুন, ঘোর প্রলয়-তমঃ আমাকে গ্রাস কর্‌তে আস্‌চে। নারায়ণ, মধুসূদন, সঙ্কটে পদাশ্রয় দাও।

বিষ্ণু কি। মহারাজ, শঙ্কা ত্যাগ করুন!—ঐ দেখুন বিষ্ণু-সারথী দারুক, আপনাকে বৈকুণ্ঠে লয়ে যেতে এসেছে।

(দারুকের প্রবেশ।)

দারু। রে ভণ্ড ঋষিদ্বয়! রে কামুক যোগী, রে পতিত তপস্বী,—এত বড় স্পর্দ্ধা, বিষ্ণু-ভক্তকে চালনা কর? এই সুদর্শনের অগ্নিতে এখনই ভস্ম হবে, দুর্ম্মতির সমুচিত দণ্ড পাবে।

নার। কি হলো—কি হলো,—সত্যই বিষ্ণুচক্র আমাদিগে ধ্বংস কর্‌তে আস্‌চে। চল চল বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

অম্ব। হে বিষ্ণু-সারথী, আমার উপায় করুন, ঐ দেখুন প্রলয়-তমঃ আমায় আচ্ছন্ন কর্ব্বার নিমিত্ত তর্জ্জন কর্‌চে।

দারু। মহারাজ, ভয় নাই। প্রভু তোমার নিমিত্ত রথ পাঠিয়ে দিয়েছেন. এস তোমাকে বৈকুণ্ঠে লয়ে যাই।

বিষ্ণু-কি। রাজা, চল—বৈকুণ্ঠে তোমার কন্যার দেখা পাবে।

[সকলের প্রস্থান।

তমঃসঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

গীত।

নিবিড় ঘোরারূপা সজনী, সঙ্গিনী রজনী।
নিবিড় ছাদনে ছাদলো অবনী॥
প্রলয় মেঘমাল, বিকট করাল,
করাল কাল খেল উথাল;
সংহার ফুৎকার, ঘন ঘোর হুঙ্কার
নিভাও তারকা চন্দ্রমা দিনমণি॥

তমঃসঙ্গিনী। সখি, অম্বরীষ রাজাকে কিরূপে আচ্ছন্ন করবো? চক্রের দীপ্তিতে আমরা ধ্বংশ হব, নারায়ণ তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন।

তমঃ। চিন্তা করো না। আমরাও নারায়ণের আশ্রিতা; বিশেষ ঋষিবাক্যে আমরা এসেছি। নারায়ণ কখনো ঋষিবাক্য বিফল কর্ব্বেন না।—চল আমরা বৈকুণ্ঠে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য।

বৈকুণ্ঠ।

বিষ্ণু-কিঙ্করীর সহিত অম্বরীষ রাজার প্রবেশ।

বিষ্ণু-কি। রাজা, তুমি পরম ভক্ত, তমঃর কি সাধ্য—বৈষ্ণবকে স্পর্শ করে! তুমি প্রভুর শরণাপন্ন হও।

অম্ব। প্রভু, রক্ষা করুন! দারুণ অভিশাপে আমার হৃদ-কম্প হচ্চে। ঘোর তমঃ আমায় অধিকার করতে আসছে।

বিষ্ণু। ভয় কি মহারাজ!—তুমি আমার পরম ভক্ত, চিন্তা দূর কর। ঋষিদের দমন কর্ব্বার নিমিত্ত, আমি আমার সুদর্শন চক্র পাঠিয়েছে। (বেশকারিণীর প্রতি) তুমি মহারাজকে শ্রীমতীর কাছে লয়ে যাও।

বিষ্ণু-কি। রাজা, তোমার কন্যাকে দেখ্‌বে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

নারদ ও পর্ব্বতের প্রবেশ।

নারদ। প্রভু রক্ষা করুন—প্রভু রক্ষা করুন!—তোমার চক্র আমাদিগে বধ করতে আসচে।

বিষ্ণু। ভয় নাই, অম্বরীষের উপর ক্রোধ পরিত্যাগ কর।

পর্ব্ব। প্রভু, আর ক্রোধ,—প্রাণ নিয়ে টানাটানি! আর, জন্মেও কখন দার পরিগ্রহ করতে চাইবো না।

নারদ। আবার! নাকে কানে খৎ দিয়েছি। ও পথে যদি আব যাই, দুষ্টা-সরস্বতী যেন জটা মুড়িয়ে দেয়।

তমঃ ও তমঃ সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

গীত।

ছায়া কায়া শ্মশান বিহারী।
বিশ্ব বিভঙ্গ, যামিনী রঙ্গ, বিকট প্রসঙ্গ বিনাশকারী॥
স্তম্ভিত পবন নির্ব্বাণ তপন,
ঘন ঘোর চরাচর নিদ্রা নিমগন,
সংহার মূরতি, মহাকাল সাক্ষী,
আয়তন বিপুল, ছিন্ন সৃষ্টি মূল,
ভৈরব ভীষণ প্রলয় উগারি॥

তমঃ। প্রভু, অম্বরীষকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন, তা'তে ঋষিবাক্য বিফল হবে।

বিষ্ণু। না—ঋষিবাক্য বিফল হবে না। আমি রামরূপে অম্বরীষের বংশে অবনীতে অবতীর্ণ হব, সেই সময়ে তুমি আমায় আশ্রয় করো।—আমি তোমার প্রভাবে আত্মবিস্মৃত হব। ভক্তের সহিত আমার প্রভেদ নাই, তুমি আমায় অধিকার কর্‌লেই, অম্বরীষকে অধিকার করা হবে ঋষিবাক্য সার্থক হবে,—অভিশাপ পূর্ণ হবে। তুমি আমার দেহে আশ্রয় পাবে।

[তমঃ ও তমঃ—সঙ্গিনীগণের প্রস্থান।

নারদ। প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা হোক। আপনি রামরূপ কেন ধারণ কর্‌বেন, তা জান্‌তে বড়ই বাসনা হয়েছে।

বিষ্ণু। একদিন আমি ধ্যানে দেবদেব মহাদেবের অর্চ্চনা কচ্চি, পার্ব্বতীনাথ কপি-মূর্ত্তিতে আমার নিকট আগমন কর্‌লেন, আমি বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেম,

"প্রভু এ মূর্ত্তি কেন?" মহেশ্বর আদেশ কর্‌লেন, "আমি এ মূর্ত্তিতে তোমার সেবা কর্ব্বো বাসনা করেছি। আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।" আমি বল্লেম, "প্রভু, সজ্ঞানে আমি আপনার পূজা কেমন করে গ্রহণ কর্ব্বো? আমি আত্ম বিস্মৃত না হ'লে আপনার পূজা গ্রহণ কর্‌তে পার্ব্বো না। দেবদেব আজ্ঞা কর্‌লেন, যে তুমি পতিব্রতার শাপে আত্ম-বিস্মৃত হবে, অঙ্গীকার করেছ। তুমি কাননচারী ধনুর্ধারী রাম-মূর্ত্তিতে যখন অবনীতে অবতীর্ণ হবে, তখন আমি এই কপি দেহে তোমার সেবা কর্ব্বো। জগতকে জানাবো, কেবল রামের গুরু শিব নয়, শিবের গুরু রাম। জগৎ দেখ্‌বে, জগৎ শিখ্‌বে, শিবরাম' অভেদ।

নারদ। প্রভু, কৃপা করে যদি সেই ধনুর্ধারী মূর্ত্তিতে একবার দেখা দেন।

পর্ব্ব। প্রভু, ধনুর্ধারী হরি আর কপীশ্বর ত্রিপুরারী একবার দেখে নয়ন সার্থক কর্ব্বো।

পট পরিবর্ত্তন।

সিংহাসনোপরি রাম রাজা মূর্ত্তি ও সীতারূপিণী শ্রীমতী এবং পদতলে হনুমান।

পর্ব্বত। মা, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা কর।

নারদ। মা, আপনি লক্ষ্মীরূপা, তা আমি দুষ্টা-সরস্বতীর অভিশাপে বুঝতে পারি নাই, সন্তানের অপরাধ নিও না।

শ্রীমতী। আমি প্রভুপদে প্রার্থনা কর্‌ছি, রাম-পদে তোমাদের অক্ষয় মতি হোক। ঋষি, জ্ঞান-চক্ষে দেখ, বাগ্‌বাণী সরস্বতী কখন দুষ্টা নন, তিনি দুষ্টা হলেও জ্ঞান প্রদান করেন। তোমাদের মনে তমোদয় হয়েছিল, যে তোমরা কামজিৎ;—সে তমঃ তোমাদের পতনের কারণ হ'তো, তাই সরস্বতী দুষ্টা রূপে তোমাদের অভিশাপ দিয়েছিল। অভিশাপ পূর্ণ হয়েছে।

নারদ। মা সরস্বতী, তোমার অভিশাপ নয় তোমার বর।

পর্ব্বত। মা বাগ্‌বাণী! তোমার অভিশাপে আমাদের হৃদয়ের দম্ভ চূর্ণ হয়েছে। যুগল চরণে আমাদের প্রার্থনা, যেন জ্ঞানরূপা, জ্ঞানরূপা হয়ে আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করেন, আর মতিভ্রম না হয়, আর অভিশাপে না পতিত হই!

নারদ। অভেদ হরিহর। জয় সীতারাম!!

পর্ব্বত। জয় কপীশ্বর দিগম্বর! জয় সীতারাম!!

সমবেত সঙ্গীত।

মরি চিন্তামণি, হৃদয়-মণি, ধনুধারী শিবের সাথে।
নবীনা বামে রমা, নব ভাবে নব ছাঁদে॥
কিবা নীল কান্তি, হরণ ভ্রান্তি, শান্ত কমল লোচন,
কিবা রাম মোহিনী, ভুবন মোহিনী, মন-অঞ্জন মোচন;
দর্পহারী, তাপহারী, করুণাধার কাতরে,
সুভাব-ভাবিনী, সরোজ-বাসিনী, মধুর হাসি অধরে;
ভকত-জন, চরণ-সুধা, নিরত পিয়ে অবাধে।
যুগল রূপের, মোহিনী ফাঁদে, প্রাণ মন বাঁধে॥

যবনিকা।

চরিত্র।

পুরুষ।

বিষ্ণু		
নারদ	... ...	ঋষি (বৈষ্ণব)।
পর্ব্বত	... ...	ঐ (শৈব)।
অম্বরীষ	... ...	অযোধ্যাপতি।
কণ্ঠিদাস, তিলক দাস	...	নারদের শিষ্য।
আগড় ব্যোম, ডমুর বাগীশ	...	পর্ব্বতের শিষ্য।
দারুক	...	বিষ্ণু-কিঙ্কর।

মন্ত্রী, সভাসদ্‌গণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

দুষ্টা-সরস্বতী		
শ্রীমতী	... ...	অম্বরীষ রাজার কন্যা।
বল্লরী, সুষমা	... ...	ঐ সখীদ্বয়।
বিষ্ণু-কিঙ্করী (বেশকারিণী)		
তমঃ		

দুষ্টা-সরস্বতীর সহচরীগণ, বিষ্ণু-কিঙ্করীগণ, তমঃসঙ্গিনীগণ, শ্রীমতীর অন্যান্য সঙ্গিনীগণ ইত্যাদি।

অভিশাপ।

এই গীতি-নাট্য, ১৩০৮ সাল, ১২ই আশ্বিন, শনিবার, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—

বিষ্ণু ... ... শ্রীমতী প্রমদাসুন্দরী দেবী।
নারদ ... ... শ্রীযুক্ত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
পর্ব্বত ... ... ,, অঘোর নাথ পাঠক।
অম্বরীষ ... ... ,, প্রবোধ চন্দ্র ঘোষ।
কণ্ঠিদাস ... ... ,, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
(দানি বাবু)
তিলকদাস ... ... ,, অহীন্দ্র নাথ দে।
আগড়-বোম ... ... ,, অতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য।
ডমুরবাগীশ ... ,, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
মন্ত্রী ... .. ,, নটবর চৌধুরী।
দারুক ... ... ,, গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্ত্তী।
তুষ্টা-সরস্বতী ... .. শ্রীমতী তারাসুন্দরী দাসী।
শ্রীমতী ... ... ,, কুসুম কুমারী দাসী।
বল্লরী ... ... ,, রাণীমণি দাসী।
সুষমা ... ... ,, ভুবনেশ্বরী দাসী।
বিষ্ণু-কিঙ্করী ... ... ,, ভূষণকুমারী দাসী।
তমঃ ... ... ,, বিনোদিনী দাসী।

শিক্ষক ... ... শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষ।
সঙ্গীত-শিক্ষক ... ... ,, দেবকণ্ঠ বাগ্‌চি।
নৃত্য-শিক্ষয়িত্রী ... ... শ্রীমতী কুসুমকুমারী দাসী।
ষ্টেজ ম্যানেজার . ... শ্রীযুক্ত আশুতোষ পালিত।
ঐক্যতান বাদনাধ্যক্ষ ... শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সেন।

স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক নৃত্য-শিক্ষা বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম। "অভিশাপের, নৃত্য কৌশল-দর্শনে প্রীত হইয়া" গ্রন্থকার ১৯শে আশ্বিন (এই গীতি-নাট্যের দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতে) শ্রীমতী কুসুমকুমারীকে একটী স্বর্ণ-পদক পুরস্কার প্রদান করেন।